POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ
اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا (النساء:125)

এবং যে কেহ সৎকাজ করে, নর হউক বা নারী এবং সে মো'মেন–এই প্রকারের ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে, এবং তাহাদের উপর খর্জুর আঁটির ছিদ্র পরিমাও অন্যায় করা হইবে না।

(আন–নিসা:১২৫)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 6

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 10 ফেব্রুয়ারী, 2022 8 রজব 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

কাদিয়ানের পূণ্যভূমিতে অনুষ্ঠিত হল ১২৬তম বাৎসরিক জলসা

কোভিড মহামারি পরিস্থিতি অন্তরের মলিনতা দূর করে নি, আল্লাহ্ তা'লার এই সতর্কবার্তা থেকে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করছে না। এই আচরণ চলতে থাকলে বড় ভয়াবহ পরিণাম সৃষ্টি হবে।

(আজ আমি ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার কয়েকটি দিক তুলে ধরব। এই শিক্ষা বাস্তবায়িত হলে পৃথিবী শান্তি ও নিরাপত্তার আবাস হতে পারে।

ইসলাম শিক্ষা দেয়, একে অপরের ধর্মগুরুদের দোষারোপ করো না।

ইসলাম একথা বলে না যে, অন্যান্য সকল ধর্ম মিথ্যা। ইসলামের দাবি হল, প্রত্যেক জাতিতে নবীর আগমণ ঘটেছে। কুরআন করীমের আয়াত وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ○ এর আলোকে মুসলমানরা হযরত ঈসা (আ.) কে বা হিন্দুদের অবতারদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে।

ইসলাম শিক্ষা দেয়, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী ও তাদের প্রবর্তকদের সম্মান কর।

ইসলাম সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণা তৈরী করা হয়েছে যে ইসলাম উগ্রপন্থার ধর্ম এবং প্রারম্ভিক যুগে জোর করে মুসলমান বানানো হয়েছে। অথচ ইসলাম একথা অস্বীকার করে।

ইসলাম ইহজগতে অমান্যকারীদের জন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করে নি। আজও যদি মুসলমানদের কর্মধারা এই শিক্ষাসম্মত হয়ে যায়, তবে ইসলামের প্রতি সমগ্র জগতের মনোযোগ নিবদ্ধ হবে।

সংশোধনকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে। দেখতে হবে যে শাস্তি দিলে সংশোধন হবে না ক্ষমা করলে। সংশোধনই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়।

ইসলামের শিক্ষা দেয়, যাবতীয় লেন–দেনের সময় অপরের অধিকার রক্ষার বিষয়ে যত্নবান থাকা উচিত।

কোভিড পরিস্থিতির কারণে হুযুর আনোয়ার–এরর নির্দেশক্রমে এবং সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে সীমিত পরিসরে জলসার আয়োজন। *লাইভ স্ট্রীমিং–এর মাধ্যমে ব্যপকহারে জলসা থেকে মানুষ উপকৃত হয়েছে। * লাইভ স্ট্রীমিং –এর মাধ্যমে এক লক্ষ ছয় হাজার ৬৪৬ জন মানুষ জলসা শুনেছে। জলসায় ৮ টি দেশের মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন।

জলসায় মহিলাদের অধিবেশন।

২৫ শে ডিসেম্বর, ২০২১ শনিবার মহিলাদের জলসা অনুষ্ঠিত হয় যার সভাপতিত্ব করেন লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র সাম্মানিক সদস্যা বুশরা তৈয়্যবা গৌরী সাহেবা। তিলাওয়াত ও তার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন আমাতুল হাদী শিরীঁ সাহেবা। মাননীয়া আমাতুল বাসিত বুশরা সাহেবা, সেক্রেটারী তবলীগ লাজনা ইমাউল্লাহ্ 'তুঝে হামদ ও সানা যেবা হ্যায় পেয়ারে' নযমটি পরিবেশন করেন। অধিবেশন প্রথম বক্তব্য রাখেন ভাগলপুর জেলার নায়েব সদর লাজনা, মাননীয়া যাকিয়া তাসনীম সাহেবা। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'ইসলামী শিক্ষামালার আলোকে পরিবারিক জীবনের ধারণা" (খুলা ও তালাকের প্রেক্ষাপটে)

এরপর ওজীহা বাশারত সাহেবা একটি নযম পরিবেশন করেন। এরপর জলসার দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন সদর লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারত, মাননীয়া বুশরা পাশা সাহেবা। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'আহমদী মহিলাদের আত্মত্যাগ–হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.)–এর ভাষণাবলীর আলোকে।

এরপর সভাপতি মহাশয়া অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণে লাজনা ও নাসেরাতদের বাৎসরিক কেন্দ্রীয় ইজতেমা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর বার্তার আলোকে উপদেশ দেন। দোয়ার পর অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জলসা চলাকালীন ইংরেজি, তামিল এবং মালায়ালাম ভাষায় সরাসরি অনুষ্ঠানের অনুবাদ করা হয়। মালায়ালাম ভাষায় অনুবাদ করেন মননীয়া জাবিরা গোওহর সাহেবা, সদর লাজনা কান্নুর জেলা। তামিল অনুবাদ করেন মাননীয়া নাজমা তারিক সাহেবা এবং মাননীয়া শায়েনা মুবারক সাহেবা। অনুষ্ঠানের ইংরেজি অনুবাদ করেন মালেহা শামীম সাহেবা।

****

২২ শে ডিসেম্বর থেকে ২৮ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মসজিদ আকসা, মসজিদ আনোয়ার এবং জালসার তিন দিন সমস্ত মসজিদে বা–জামাত তাহাজ্জদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাহাজ্জুদের পূর্বে তরবীয়ত বিভাগের পক্ষ থেকে লাউড স্পীকারের সাহায্যে দরূদ শরীফ এবং নযম পড়ে তাহাজ্জুদের জন্য জাগানো হত। ফজরের নামাযের পর তফসীর কবীর থেকে কুরআন মজীদের দরস দেওয়া হত। কাদিয়ানের সমস্ত মহল্লায় এবং জলসা গাহে তরবীয়তী ব্যানার ঝোলানো হয়।

এরপর ৮ পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

(নওমোবাঈনদের তরবীয়ত সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরের শেষাংশ) এই কারণে তিন বছর পর্যন্ত তাদের জন্য চাঁদার ব্যবস্থাপনা বলবৎ করা হয় না। তিন বছর সময়টুকু তাদের প্রশিক্ষনের সময়। জামাতের ব্যবস্থাপনা কি তা তাদেরকে বলুন, তাদেরকে বলুন যে, তোমরা এখন নতুন, তাই এগুলিকে জামাতের ব্যবস্থাপনা মনোযোগ সহকারে দেখ এবং বোঝ। এরপর যেমন আর্থিক কুরবানীর বিষয়টি রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, তোমরাও ওয়াকফে জাদীদ,তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় সাধ্যমত অংশগ্রহণ করতে পার, সেটা বছরে এক ইউরোও হতে পারে। যাতে তোমাদের মাঝে এই চেতনা তৈরী হয় যে, জামাতের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ রয়েছে। অনুরূপভাবে নামাযের সম্পর্কে তাদেরকে বলুন, নামায শিখতে আগ্রহী করে তুলুন। অ-মুসলিম থেকে কেউ যখন মুসলমান হয়, আহমদী মুসলমান হয়, তখন তাকে সূরা ফাতিহা শেখাতে শুরু করুন। যখন সে সূরা ফাতিহা পড়তে পারবে, এটি মুখস্থ করে নিবে আর যখন নামায পড়বে তখন তাকে বলুন যে নামায সকলের জন্য ফরয, আল্লাহ্ তা'লা সকলের জন্য নামায ফরয করেছেন। নামাযই তো মূল বিষয়, তাই নয় কি? নামায আল্লাহ্ তা'লা যখন ফরয করলেন, তখন আঁ হযরত (সা.) বললেন, সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যক। নামাযের প্রধান বিষয় হল সূরা ফাতিহা, যেটি ছাড়া নামায হয় না। তাই তাদেরকে সূরা ফাতিহা মুখস্থ করতে বলুন। এরপর তাদেরকে এর অনুবাদও মুখস্ত করতে বলুন। কিম্বা তাদেরকে বলুন 'তোমরা এর অনুবাদ মুখস্থ কর, কেননা যে নামায গুলিতে উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করা হয়, ইমাম যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, তখন তোমরা ইমামের উচ্চারণের সাথে মনে মনে বুঝতে পারবে যে তিনি কি পাঠ করছেন। এর ফলে তার নিজেরও সূরা ফাতিহা মুখস্থ করার প্রতি আগ্রহ তৈরী হবে। এখানে অনেক ইংরেজ আহমদী হয়েছেন, আমি তাদেরকে দেখেছি বেশ আগ্রহসহকারে সূরা ফাতিহা মুখস্ত করেছে। কিম্বা যে কোন দেশে আমার সঙ্গে যারই দেখা হয়, তাদেরকে আমি যখন বলি,তখন তারা সূরা ফাতিহা মুখস্থ করে নেয় এবং বেশ ভালভাবে মুখস্থ করে এবং তা তারা বোঝেও। অতএব, এই তিনটি বছর তাদের প্রশিক্ষনের সময়। তাদের তিন বছর প্রশিক্ষন পূর্ণ হওয়ার পর জামাতের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সমন্বিত হতে সমস্যা হবে না।

আপনি যদি প্রথম দিন থেকেই প্রত্যাশা করেন যে তারা ওলীউল্লাহ হয়ে যাবে, তবে তা সম্ভব নয়। (এমন প্রত্যাশা রাখলে) তবে আপনাদেরই দোষ বর্তাবে। তিন বছর সময় এইজন্যই রাখা হয়েছে, এই সময়ে তাদের কাছে চাঁদাও নেওয়া হবে না আবার কোন বিষয়ে জোরও করা হবে না। জামাতের ব্যবস্থাপনা কি, সে সম্পর্কে তাদের প্রশিক্ষন দিতে হবে। আর তাদের প্রশিক্ষন রূঢ়ভাবেও যেন না করা হয়, বরং স্নেহসহকারে বোঝাতে হবে যে নামায কি, নামায কেন ফরয? তুমি এক, দুই, তিন বা চার ওয়াক্তের নামায পড়বে, খাঁটি মোমেনের জন্য পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করা হয়েছে। আর এর কারণ কি? আমরা যে নামায পড়ি, তার মধ্যে প্রজ্ঞা কি? যারা ধর্মশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় তাদেরকে নামাযের প্রজ্ঞা সম্পর্কে বোঝান। শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও দর্শন বোঝার মত বুদ্ধিমত্তা যদি তার মাঝে থেকে থাকে, এর গভীরতা বোঝার বোধগম্যতা যদি তৈরী হয়ে থাকে, তবে তাকে একথা বলো না যে নামায না পড়লে জাহান্নামে যাবে। একথা মোটেই বলবেন না। তাকে ভালবাসা সহকারে বোঝাবেন যে নামাযের প্রজ্ঞা কি? পাঁচ ওয়াক্ত নামায কেন ফরয করা হয়েছে? এই প্রজ্ঞা যখন সে হৃদয়াঙ্গম করতে পারবে, তখন দেখবেন, আপনার চাইতে সে বেশি নামায পড়ছে। আমি অভিজ্ঞতায় এটাই দেখেছি। অনুরূপভাবে চাঁদার বিষয়টি রয়েছে। চাঁদার প্রজ্ঞা কি? আর আল্লাহ্ তা'লার উপর ঈমানের প্রজ্ঞা কি? তাই কেবল শাস্ত্রীয় জ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হওয়াই আসল জিনিস নয়। এই শাস্ত্রীয় জ্ঞান দ্বারাই পরবর্তীতে তাদেরকে এর প্রজ্ঞা সম্পর্কে বোঝাতে হবে। যে ধর্মীয় ও শাস্ত্রী জ্ঞান দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়েছে, সেটিকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করুন। যেমন 'ইসলামী নীতি দর্শন' পুস্তকটি রয়েছে। লোকে অভিভূত হয়ে এটি অধ্যয়ন করে। এই পুস্তকটির মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ হয়। এর থেকে ইবাদতের তাৎপর্য, কুরবানী বা আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা এবং জান্নাত ও দোযখের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানা যায়। তাই এই সব বিষয়গুলি যখন তাদেরকে ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান দ্বারা বোঝাবেন, তখন তারাও বুঝতে পারবে। তাই আপনি যে সম্পর্কে বলছেন, তার দলিল আপনার নিজের কাছেই আছে, এটিকেই প্রয়োগ করুন।

প্রশ্ন: একজন মুরুব্বী সাহেব হুযুর আনোয়ারকে পত্র মাধ্যমে প্রশ্ন করেন যে, আঁ হযরত (সা.)-এর খাদ্যে বিষ প্রয়োগকারী এক মহিলা সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার তাঁর এক জুমআর খুতবায় বলেছিলেন যে, হুযুর (সা.) সেই মহিলাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। অথচ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানানোর অনুরোধ করছি।

হুযুর আনোয়ার(আই.) ২০২০ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন-

'এই বিষয়টি নিয়ে হাদীস বিশারদদের মাঝেও মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু অধিক নির্ভরযোগ্য এবং হাদীসের পোক্ত গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত হাদীস অনুসারে এই মতবাদটিই সঠিক যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর (সা.) কে হত্যার প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তিনি (সা.) তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। আর আঁ হযরত (সা.) সেই বিষের তিক্ততা জীবনের শেষ বয়স পর্যন্ত অনুভব করতেন, তা সত্ত্বেও তিনি নিজের কারণে সেই মহিলাকে কোন শাস্তি দেন নি। অথচ প্রাচীন যুগে, এমনকি আজকের আধুনিক যুগেও, যে কোন বাদশা বা রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্র হলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই রীতি।

কতিপয় হাদিসবিশারদগণ এই মতানৈক্যের যে কারণ বর্ণনা করেছেন তা এই যে, হুযুর (সা.) প্রথমে সেই মহিলাকে কোন শাস্তি দেন নি, কিন্তু যখন সেই বিষ মিশ্রিত মাংস খেয়ে হযরত বাশার বিন বারাআ (রা.) -এর মৃত্যু হল, তখন তিনি রক্তপণ হিসেবে সেই মহিলাকে হত্যার নির্দেশ দেন। যদি এই ধারণাটি সঠিকও হয়, তবে এই ঘটনাটির মাধ্যমেও হুযুর (সা.)-এর জীবনীর এই দিকটি প্রকাশ্যে আসে, যা হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন- 'হুযুর (সা.) কখনও নিজের জন্য কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি।'

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ার লেখেন যে, ছোটরা প্রায় প্রশ্ন করে যে, আমরা যখন নিজের ইচ্ছেয় জন্মগ্রহণ করিনি, তবে আমাদের জন্য খোদা তা'লার বিধিনিষেধ মান্য করা অনিবার্য কেন? তিনি আরও লেখেন,'দোয়া কুনুত'-এ আমরা যে এই বাক্য পাঠ করি,'আমরা ত্যাগ করি তোমার প্রতি অবাধ্যতাকারীদের'-এর দ্বারা কি অবাধ্য সন্তান ও জামাতের অবাধ্য সদস্যদেরও বোঝানো যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন- 'আল্লাহ্ তা'লা পিতামাতার বাসনা অনুসারে একজন শিশুর জন্ম দেন। অতঃপর তিনি পিতামাতাকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, সন্তান যেন পুণ্যবাণ ও সৎকর্মশীল হয়, তার জন্য দোয়া কর এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি কুরআন করীমে দোয়াও শিখিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব আখ্যায়িত করে তাকে চিন্তাশীল মনন দিয়েছেন, জীবন যাপনের জন্য বিভিন্ন কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা দিয়েছেন। ভাল-মন্দ বিচার করার শক্তি দিয়ে তাকে স্বাধীন হিসেবে ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, তোমরা ইহজগতের অস্থায়ী জীবনে পুণ্যকর্ম করলে পরকালে চিরন্তন জীবনে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকারের পুরস্কারের উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু যদি মন্দ কাজ কর, তবে শয়তানের করায়ত্তে যাবে এবং এর কারণে বিভিন্ন প্রকারের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং দ্বিতীয়ত শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করার কারণে যে সমস্ত আধ্যাত্মিক রোগব্যাধির শিকার হবে, সেগুলির চিকিৎসার জন্য পরকালের জীবনের জাহান্নামে, যেগুলি সেখানকার হাসপাতাল, নানার প্রকারের যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কুরআন করীম আল্লাহ্ তা'লা এবং শয়তানের যে কথোপকথনকে আমাদের সামনে বর্ণনা করেছেন, সেখানেও এই একই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ শয়তান যখন আল্লাহ্ তা'লাকে বলল, 'আমি মানুষকে তোমার পথ থেকে বিচ্যুত করব। তখন আল্লাহ্ তা'লা বললেন, আমার বান্দারা কখনই তোমার কথা শুনবে না আর আমি আমার সেই সব বান্দাদেরকে জান্নাতের ন্যায় পুরস্কার দান করব আর যারা তোমার কথা শুনবে, আমি তাদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।

অতএব, মানুষ আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধ মান্য করে তাঁর পুরস্কাররাজির উত্তরাধিকারী হবে নাকি শয়তানের পথ অবলম্বন করে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে তা নিজেই ভেবে দেখা প্রত্যেকের কর্তব্য।

দোয়া কুনুত প্রসঙ্গে বলব যে, এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে দুরাচারী ও ব্যাভিচারী কাফেরদেরকে, যারা কপটতা ও প্রবঞ্চণা দিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করেছিল এবং তাদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছিল। বেইরে মাউনা এবং রাজি'-র ন্যায় ঘটনাবলীর পরই হুযুর (সা.) দোয়া কুনুত পাঠ করতেন। অতএব, এই দোয়া দ্বারা পিতামাতার অবাধ্য সন্তান বা জামাতের ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে শাস্তি প্রাপ্ত সদস্যদেরকে বোঝানো হতে পারে না।

তবে জামাতের পক্ষ থেকে শাস্তি প্রাপ্ত এমন ব্যক্তিরা, যারা এই সব

এরপর ৯ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

আমাদের প্রত্যেক কর্মের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা দৃষ্টি রাখেন। অতএব, আমাদের এই উদ্দেশ্যকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা চাই যে, আমরা যে কাজই করব, তা তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই করব। যদি এই চেতনা সৃষ্টি হয় তবেই মানুষ মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজির প্রকৃত উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হৃদয়ের অবস্থা ভালোভাবে জানেন, আমাদের উদ্দেশ্য ও সংকল্পকে জানেন। তাই তিনি এটি দেখেন না যে, কেউ বড় কুরবানি করল না-কি ছোট, কেউ বড় অংক দিল না-কি ছোট অংক (দিল) বরং আল্লাহ্ তা'লা সদিচ্ছা অনুসারে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

কে আছে বর্তমানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত এই জামা'ত সম্পর্কে একথা বলতে পারে যে, এটি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে!

ওয়াকফে জাদীদের ৬৪তম বছরে সারা বিশ্বে জামাতের পক্ষ থেকে এক কোটি বারো লক্ষ সত্তর হাজার পাউন্ড চাঁদা সংগৃহীত হয়েছে।

এই জামা'ত তো ফলেফুলে সুশোভিত হওয়া ও উন্নতি করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর শত্রুর কোন আক্রমণ এই জামা'তের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না। আর আল্লাহ্র কৃপায় (এ জামা'ত) ফুলে-ফলে সুশোভিত হচ্ছে।। আল্লাহ্ তা'লার কৃপার (এমন) অনেক ঘটনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত নিজ প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করছেন আর অদৃশ্য হতে সাহায্যও করেন এবং করবেন, ইনশাআল্লাহ্। আমাদেরকে তিনি সুযোগ প্রদান করেন মাত্র যাতে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর পথে (আমরা) খরচ করতে পারি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারির উত্তরাধিকারী হতে পারি।

ওয়াকফে জাদীদের ৬৫তম বছরের ঘোষণা, চাঁদার হিসেবে নিকেশ, সারা বিশ্বে বসবাসকারী আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর ঘটনাবলীর উল্লেখ।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৭ই জানুয়ারী, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (৭ সুলাহ, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ (البقرة:266)

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা বাকারার উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন: এই আয়াতের অর্থ হল, 'আর যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের আশায় এবং নিজেদের মধ্য থেকে কতককে দৃঢ়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যয় করে, তাদের উপমা সেই বাগানের মত যা উঁচু স্থানে অবস্থিত; যখন এতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় তখন তা বর্ধিত ফল বহন করে, আর যদি প্রবল বৃষ্টি না-ও হয় তবে শিশিরই যথেষ্ট। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা।' (সূরা আল্ বাকারা: ২৬৬)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের আল্লাহ্র পথে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্যয় করার চিত্র অঙ্কন করেছে অর্থাৎ, এরা এমন মানুষ যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, প্রথমত আল্লাহ্র আদেশে তাঁর পথে ব্যয় করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। দ্বিতীয়ত, নিজের জাতি এবং নিজ মিশনকে সুদৃঢ় করার জন্য। এ যুগে ইসলামের শিক্ষা এবং প্রচারকে বিস্তৃত করার কাজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে আর তাঁর অনুসারীদেরও আবশ্যক দায়িত্ব হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে সফল করার জন্য নিজেদের প্রাণ, ধনসম্পদ এবং সময় কুরবানি করা। প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক জাতিতে আগত নবী নিজ অনুসারীদের আর্থিক কুরবানী করার উপদেশ দিয়ে এসেছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বলেছেন, তোমাদেরকে ধর্মের সেবায় ধর্মের জন্য নিজেদের ধনসম্পদের কিছু অংশ প্রদান করা উচিত, তবেই সত্যিকার ঈমানের পরিচয় লাভ করা যায়। আর মু'মিন নিশ্চিতরূপে ধর্মের খাতিরে বিভিন্ন আর্থিক কুরবানি করে থাকে আর এসব কুরবানির উদ্দেশ্য কাউকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করা নয় বরং (মু'মিনের) যদি কোন অভিপ্রায় থেকে থাকে তা হল, আমাদের খোদা যেন কোনওভাবে আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, আমাদের আত্মা যেন দৃঢ়তা লাভ করে, আমরা আমাদের ঈমান এবং বিশ্বাসে যেন সুদৃঢ় হই, আমাদের জাতি যেন উন্নতি করে, আমরা যেন যথাসাধ্য নিজেদের ধনসম্পদ দিয়ে আমাদের দুর্বলদের শক্তিশালী করতে পারি। যে উদ্দেশ্যে আমরা এ যুগের ইমাম এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসের হাতে বয়'আত করেছি, তা যেন আমরা অর্জন করতে সক্ষম হই।

অতএব, এমন মানুষ (নিজ) স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে চিন্তা করে। তাদের আত্মা তাদেরকে ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। অতঃপর তারা ত্যাগের সেই উন্নত মান অর্জন করে বা অর্জনের চেষ্টা করে, এরপর আল্লাহ্ তা'লাও এমন লোকদের কুরবানিগুলো গ্রহণ করেন, তাদেরকে আপন কৃপায় ধন্য করেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হৃদয়ের অবস্থা ভালোভাবে জানেন, আমাদের উদ্দেশ্য ও সংকল্পকে জানেন। তাই তিনি এটি দেখেন না যে, কেউ বড় কুরবানি করল না-কি ছোট, কেউ বড় অংক দিল না-কি ছোট অংক (দিল) বরং আল্লাহ্ তা'লা সদিচ্ছা অনুসারে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তাই এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যারা ব্যয় করে তাদের উপমা দু'ধরনের, প্রথমত 'ওয়াবেলুন' তথা বড় বড় ফোঁটার মুষলধারে বৃষ্টির আর দ্বিতীয়ত 'তাল্লুন' তথা হালকা বা গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির যা কুয়াশার মত পড়ে অথবা শিশিরের ন্যায়। অধিক সম্পদশালী ব্যক্তি তো ধর্মের খাতিরে অনেক ব্যয় করে-ই অথবা করতে সক্ষম কিন্তু দরিদ্র মানুষের মনে আক্ষেপ থাকতে পারে, সে ভাবতে পারে, সম্পদশালী তো (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করে আর্থিক কুরবানিতে এগিয়ে যাচ্ছে, বিত্তবানরা তো মোটা মোটা অংক দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তু ষ্টি অর্জন করছে এবং তাঁর নৈকট্যলাভকারী হচ্ছে অথবা হওয়ার চেষ্টা করছে অথবা অর্জন করতে সক্ষম হবে। আমার কাছে তো যৎসামান্য অর্থ আছে, আমি কীভাবে তার সমপর্যায়ে যেতে পারি! উত্তরে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যেভাবে উর্বর ভূমি অল্প বৃষ্টি বা শিশিরবিন্দু দ্বারাও উপকৃত হতে পারে, অনুরূপভাবে অসচ্ছলদের সামান্য কুরবানি 'তাল্লুন' তথা শিশির বা হালকা বৃষ্টির মর্যাদা রাখে আর সেই সামান্য কুরবানিও ফুলফলবহনে সামান্য ভূমিকা পালন করবে না (বরং বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে)। ত্যাগের প্রতিদান তো মহান আল্লাহ্ দিবেন, প্র ত্যেক কর্মের প্রতিদান তো আল্লাহ্ তা'লাই দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ যেহেতু তোমার অবস্থা ও ইচ্ছা-অভিপ্রায় সম্পর্কে অবগত, তাই তিনি তোমাদের সামান্য কুরবানীরও দ্বিগুণ বরং এর চেয়েও অধিক প্রতিফল দিবেন।

মহানবী (সা.) এক জায়গায় বলেন, 'আজ এক দিরহাম এক লাখ দিরহামের চেয়ে এগিয়ে গেছে। সাহাবীরা(রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! এটি কীভাবে সম্ভব হল? তিনি (সা.) বলেন, একজনের কাছে দুই দিরহাম ছিল। সে তার থেকে এক দিরহাম দিয়ে দিয়েছে। অপর একজনের কাছে অঢেল অর্থসম্পদ ছিল, সে তার মধ্য থেকে এক লাখ দিরহাম দিয়েছে। তার এক লাখ দিরহাম কুরবানী তার সম্পদের তুলনায় খুবই সামান্য ছিল।'

(সুনান আন নিসাই, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-২৫২৮)

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় অনুসারে প্রতিফল দিয়ে থাকেন আর সেই কর্মের প্রতিফল দিয়ে থাকেন যা ঐসব অবস্থায় কুরবানি

করা হয়ে থাকে। (মহান আল্লাহ্) দরিদ্রদেরও প্রবোধ দিয়েছেন যে, তোমাদের সামান্য কুরবানীর কোন মূল্য নেই এমনটি ভেবো না। বরং এরূপ সামান্য কুরবানিও একদিকে যেখানে তোমাদের ঈমানকে দৃঢ়তাদানকারী, সেখানে জামা'তের দৃঢ়তারও উপকরণ সৃষ্টি করে। অতএব, মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এক উদ্দীপনার সাথে প্রদানকৃত কুরবানিই আল্লাহ্র অনুগ্রহকে আর্কষণ করে।

আমাদের প্রত্যেক কর্মের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা দৃষ্টি রাখেন। অতএব, আমাদের এই উদ্দেশ্যকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা চাই যে, আমরা যে কাজই করব, তা তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই করব। যদি এই চেতনা সৃষ্টি হয় তবেই মানুষ মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজির প্রকৃত উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তাঁর অনুসারীদের অধিকাংশই ছিল হতদরিদ্র কিন্তু ত্যাগের ক্ষেত্রে তারা এতোটাই অগ্রগামী ছিলেন যে, এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের প্রসংশায় বলেন, "আমি দেখি, আমাদের জামাতে শতশত এমন মানুষও আছে, খুব কষ্টে যাদের পরনের কাপড় জোটে, অতি কষ্টে তাদের (গায়ের) চাদর বা পায়জামা জোগাড় হয়। তাদের কোন ধনসম্পদ নেই কিন্তু তাদের সীমাহীন আন্তরিকতা ও আত্মনিবেদন আর ভালোবাসা ও ঐকান্তিকতা দেখে আমরা অবাক ও বিস্ময়াভিভূত হই, যা কখনও কখনও তাদের মাধ্যমে প্রকাশ পায় অথবা যার লক্ষণ তাদের চেহারায় সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়। তারা নিজেদের ঈমানে এরূপ সুদৃঢ় এবং বিশ্বাসে এতটাই সত্যনিষ্ঠ এবং সত্যবাদিতা ও অবিচলতায় এতটাই আন্ত রিক ও বিশ্বস্ত হয়ে থাকে যে, এই ধনসম্পদের মোহে আচ্ছন্ন ও পার্থিব ভোগবিলাসে আসক্ত লোকেরা যদি সেই স্বাদ সম্পর্কে জানতে পারে তবে এর বিনিময়ে তারা সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩০৬-৩০৭)

অন্যত্র তিনি (আ.) বলেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি, এই জামা'ত নিষ্ঠা ও ভালোবাসায় অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে। কখনও কখনও জামা'তের নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও ঈমানের উচ্ছ্বাস দেখে আমি নিজেও আশ্চর্য ও বিস্মিত হই। এমনকি শত্রুরাও বিস্ময়াভিভূত হয়।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৪)

অতএব, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় উন্নতি এবং ঈমানী উদ্দীপনার অতুলনীয় মান এমন, যার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত আজও আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে দেখতে পাই। বরং নবাগত আহমদীরাও নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় এতটা উন্নতি লাভ করেছে যে, দেখে আশ্চর্য হতে হয় এত স্বল্প সময়ে তারা এতটা উন্নতি সাধন করেছে! অথচ তারা কেবল অল্প কিছু দিনই পূর্বেই বয়আ'ত করেছে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসের প্রতি ভালোবাসার সম্পর্ক এবং খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার মান তেমনিই যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন অর্থাৎ শত্রুরাও বিস্ময় প্রকাশ করে যে, কী এমন জিনিষ যা তাদের মাঝে এই (অভাবনীয়) পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে? এটি নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার একটি বিশেষ অনুগ্রহ, আল্লাহ্ তা'লা তাদের পুণ্য এবং ঐকান্তিকতা দেখে তাদের ওপর বর্ষণ করেছেন।

এই পুণ্যস্বভাব ও পুণ্যপ্রকৃতি এবং বয়'আতের দাবি পুরণ আর যুগ খলীফার সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা তাদের কথা-কাজে প্রকাশ পেতে থাকে।

বর্তমানে জগদ্বাসী যেখানে জাগতিকতায় নিমজ্জিত, সেখানে এসব মানুষ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আর্থিক কুরবানিতে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে, কেননা, তারা এই বুৎপত্তি লাভ করেছে যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিলাভের একটি মাধ্যম আল্লাহ্র পথে ব্যয় করাও বটে। অতএব, কে আছে বর্তমানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত এই জামা'ত সম্পর্কে একথা বলতে পারে যে, এটি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে!

এই জামা'ত তো ফলেফুলে সুশোভিত হওয়া ও উন্নতি করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর শত্রুর কোন আক্রমণ এই জামা'তের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না। আর আল্লাহ্র কৃপায় (এ জামা'ত) ফুলে-ফলে সুশোভিত হচ্ছে।

আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। এখন আমি এ বিষয়ে কতিপয় ঘটনা উপস্থাপন করছি যে, মানুষ আশ্চর্যজনক কুরবানীর মাধ্যমে নিজেদের ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ দিয়ে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লাও অভাবনীয়ভাবে তাদের ঈমানকে দৃঢ়তা দান করেন।

আফ্রিকার সিয়েরা লিওনের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক ব্যক্তি সম্পর্কে সেখানকার স্থানীয় মিশনারী বর্ণনা করেন। তিনি (অর্থাৎ মিশনারী সাহেব) সেখানে সফরে গিয়েছিলেন,মাসের শেষ দিকের ঘটনা। সেখানকার একটি জামা'তের সদস্যদের ওয়াক্ ফে জাদীদের (চাঁদার) প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। লোকেরা মসজিদে উপস্থিত ছিল। তিনি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে স্থানীয় ইমাম শেখ উসমান সাহেব চাঁদার জন্য যে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তা প্রদান করেন এবং বলেন, আমরা আমাদের ওয়াদা পূর্ণ করতে পারছি না, কিন্তু আমাদের মনোবাসনা হল, আমরা যেন আমাদের টার্গেট বা ওয়াদা পূর্ণ করি। এখন যেহেতু আর কোন মাধ্যম ও উপকরণ দেখা যাচ্ছে না তাই মুয়াল্লিম সাহেবকে তিনি বলেন, দোয়া করিয়ে দিন। স্থানীয় মিশনারী বলেন, আমি দোয়া করাই এবং সবাই উচ্চস্বরে 'আমীন' বলে। এরপর আমি মোটর সাইকেলে মিশন হাউজে ফিরে আসি। তিনি বলেন, আমার মিশন হাউজে পৌঁছার পূর্বেই সেই ইমাম সাহেবের ফোন আসে যে, আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মিশন হাউজে আসছি। আমি খুবই অবাক হই (এই ভেবে যে,) আমি তো মাত্র সেখান থেকে এলাম আর এর মধ্যেই ফোনও চলে এসেছে। সেই স্থানীয় ইমাম আমার কাছে আসার পর বলেন, আমরা যে দোয়া করেছিলাম তার যে ফল প্রকাশ পেয়েছে তা হল, কিছুক্ষণ পরই আমার এক আত্মীয় আসে এবং পকেটে হাত দিয়ে তিনি এক লাখ লিওন আমার হাতে তুলে দেন কোন একটি বিষয়ে আমাকেও দোয়ার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, এটি দেখে আমি সেখানেই উচ্চস্বরে 'আল্লাহ্ আকবর' ধ্বনি উচ্চকিত করতে আরম্ভ করি। সেই ব্যক্তি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে? আমি তাকে বলি, আমাদের ওয়াক্ ফে জাদীদের চাঁদা প্রদানের একটি ওয়াদা ছিল। তাতে কিছু অর্থ প্রদান করা বাকি ছিল। একটু আগেই আমরা দোয়া করেছিলাম আর এর মধ্যেই আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে প্রেরণ করেছেন এবং এই অর্থ আমাকে পঠিয়েছেন। সেই ইমাম অর্থাৎ, শেখ উসমান সাহেব এরপর পুরো অর্থ অর্থাৎ একলক্ষ লিওন তৎক্ষণাৎ এসে ওয়াক্ফে জাদীদ খাতে প্রদান করেন। সেই অর্থ তার জন্য অনেক বড় অংকের ছিল, যদিও আমাদের কাছে তা খুব অল্পই হবে। সেই অর্থ পাউন্ডে পরিবর্তন করলে কেবল সাড়ে ছয় পাউন্ড হবে কিন্তু এটি তার জন্য ছিল অনেক বড় কুরবানী যা ছিল আল্লাহ্র কৃপা আকর্ষণকারী। যত টাকাই (হাতে) এসেছে, তৎক্ষণাৎ এসে (বায়তুল মালে) জমা করিয়ে দিয়েছেন একেই বলে নিষ্ঠা, নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজের কাছে রাখেন নি। আর এটি সে ধরণেরই একটি দৃষ্টান্ত যেখানে এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহামের চেয়ে অগ্রগামী সাব্যস্ত হয়েছিল। নিশ্চিতভাবে আল্ল াহ্ তা'লা তার প্রতি স্বীয় স্নেহদৃষ্টি দিয়ে থাকবেন।

এরপর দেখুন! কুরবানির এই উন্নত মান কেবল এক জায়গায় নয়, কেবল পুরুষদের মাঝেই নয় বরং মহিলাদের মাঝেও তা দৃষ্টিগোচর হয়।

একটি দেশ (হচ্ছে) চাড, সেখানকার মুবাল্লিগ বলেন, এখানেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বড় বড় নিষ্ঠাবান জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। চাড জামা'তের অধিকাংশ সদস্যই নবাগত। একজন নারী সদস্য হলেন উম্মে হানী। ওয়াক্ফে জাদীদ খাতে তিনি ৭০ হাজার ফ্রাঙ্ক চাঁদা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন, কিন্তু (অর্থের) কোন জোগান হয় নি। তার কাছে একটি উট ছিল, সেই উটটি তিনি ১ লক্ষ ৭০ হাজার (ফ্রাঙ্কে) বিক্রি করে দেন এবং তা দিয়ে ওয়াক্ফে জাদীদের অঙ্গীকারকৃত চাঁদাও পরিশোধ করেন আর এরপর অবশিষ্ট অর্থ তিনি নিজের কাছে রাখেন নি, বরং তা-ও বিভিন্ন খাতে চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন।

আরেকটি দেশ হল, টোগো। সেখানে ইব্রাহীম নামে একজন আহমদী আছেন। তিনি মানুষের গবাদিপশু চরানোর কাজ করেন, অর্থাৎ ছাগপাল চরান। আর এ থেকে যা-ই উপার্জন হয় সেখান থেকে তার সামর্থ্যের চেয়ে অনেক বেশি কুরবানী করেন। সেখানে তিনি (ওয়াক্ফে জাদীদের চাঁদার) অঙ্গীকার করেছিলেন কিন্তু তিনি সেই অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারেন নি।(তার) কাছেই একটি নদী রয়েছে আর সেই নদী থেকে বালি উত্তোলন করা হয়। সেখানে তিনি রাতের বেলা কায়িকশ্রম দিয়ে দুই ট্রাক বালি বোঝাই করেন এবং এতে যে আয় হয় যে অর্থ উপার্জন হয় তা তিনি ওয়াক্ফে জাদীদ খাতে চাঁদা দিয়ে দেন। (তিনি) এতো কঠোর পরিশ্রম কেন করেছেন! আর সবচেয়ে বড় কথা হল, এতো কঠোর পরিশ্রমের পরও কোন অর্থ তিনি নিজের জন্য রাখেন নি। এর একমাত্র কারণ হল, তিনি (এখন) আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছেন।

এরপর নারী-পুরুষ বা কেবল বয়স্ক লোকদের বিষয়ই নয় বরং যৌবনে পদার্পণকারী তরুণদেরও একই অবস্থা।

মধ্য আমেরিকার একটি দেশ হচ্ছে, বেলিজ। এখান থেকে এর দূরত্ব হাজার হাজার মাইল। সেখানে কখনও যুগ খলীফা গমন করেন নি আর (সেখানকার) সবাই নবাগত আহমদী। কিন্তু চিন্তাধার এক ও অভিন্ন। আফ্রিকার বা আমেরিকার, দ্বীপপুঞ্জের অথবা এশিয়ার চিন্তাধারাই হোক না কেন সবার চিন্তাধারা অভিন্ন। এটি হল, সেই বিপ্লব যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সৃষ্টি করেছেন। ঘটনার বিবরণ হল, সেখানে ১৪ বছরের এক কিশোর রয়েছে সে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দিয়েছিল আর আমি এখানে তার উল্লেখ করেছিলাম। এতে লোকেরা তাকে অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানায় আর কানাডা থেকে কেউ তাকে উপহারস্বরূপ ২০০ ডলার প্রেরণ করে। (তিনি তাকে বলেন,) তুমি যেহেতু এধরণের কুরবানী করেছ তাই আমার পক্ষ থেকে এটি তোমার পুরস্কার। এখন সেই কিশোরের অবস্থা দেখুন! মাত্র ১৪ বছরের কিশোর, এখানে হলে তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন গেম্স কেনার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে বলেছে, আমাকে (আমার) সামাজিক নিরাপত্তা কার্ড বানাতে হবে এজন্য আমার ৩০ ডলারের প্রয়োজন ছিল। তাই ৩০ ডলার আমি রেখে দিয়েছি

অবশিষ্ট ১৭০ ডলার আমি পুনরায় চাঁদা দিয়ে দিচ্ছি। দরিদ্র পরিবারের সন্তান, তাকে (একথা)বলাও হয়েছে যে, তোমার নিজের খরচের জন্য রাখ, জোর দিয়েও বলা হয়েছে। কিন্তু সে অনেক জোরাজুরি করে পুরো অর্থই চাঁদা দিয়ে দেয়। একেই বলে, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়া। আল্লাহ্ করুন! এই কিশোরের মাঝে যেন এমন চিন্তাধারা সর্বদা বহাল থাকে এবং জাগতিক এই পরিবেশের (কবল) থেকে আল্লাহ্ যেন এই কিশোরকে রক্ষা করেন।

আরেকটি দেশ জ্যামাইকা। পূর্বে উল্লিখিত কিশোরের নাম দানিয়েল আর এখন যার কথা উল্লেখ করছি সেই যুবকের নাম ইয়াসিন। বহুদিন যাবৎ সে কর্মহীন ছিল। অলিগলিতে টুকটাক জিনিষ তথা চকলেট ইত্যাদি বিক্রি করে সে দিনাতিপাত করত। কিন্তু এই অবস্থায়ও সে এ চিন্তায় মগ্ন থাকত যে, আমাকে আর্থিক কুরবানী করতে হবে; ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছি, বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ আমার কাছে কিছুই নেই। অবশেষে একদিন সন্ধ্যায়, ডিসেম্বর মাসের একেবারে শেষের দিকে সে মিশনারীর নিকট এসে বলে, আজ আমি ৪শ' জ্যামাইকান ডলার আয় করেছি, এখান থেকে ২৫ শতাংশ আলাদা করে একশ' ডলার আপনাকে ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা দিচ্ছি।

এরপর একটি দরিদ্র দেশের আহমদীর নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও তাঁর ভালোবাসা আকর্ষ ণ করার অসাধারণ উদাহরণ দেখুন! লোকেরা বলে, এরা অশিক্ষিত মানুষ, দরিদ্র। কিন্তু এরা শিক্ষিতদের চেয়েও ধর্মের বুৎপত্তি বেশি রাখে এবং মনের দিক থেকে ধনী। দেশটি হল, গিনি কোনাকরি। এখানকার মুবাল্লিগ ইনচার্জ বলেন, ওয়াক্‌ফে জাদীদের আর্থিক বছরের শেষ দশকে আমি ওয়াক্‌ফে জাদীদের গুরুত্ব ও এর কল্যাণ সম্পর্কে খুতবা দিই। আর তাতে তিনি আমার দেওয়া বিভিন্ন খুতবা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতিও উপস্থাপন করেন। জামা'তকে আর্থিক কুরবানী করতে অনুপ্রাণীত করেন এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, খুতবা শেষ হওয়ার পর একজন দরিদ্র কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী মূসা সাহেব নিজের পকেটে থাকা সাকুল্য অর্থ, যার পরিমাণ ২ লাখ ১৮ হাজার ৫শ' গিনি ফ্রাঙ্ক বের করে ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে দিয়ে দেন। আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি অনেক বড় অংকের চাঁদা দিলেন, গত বছরও অনেক বড় অংক চাঁদা দিয়েছিলেন, এর কারণ কী? উত্তরে তিনি বলেন, আমার হৃদয়ে খলীফাতুল মসীহ্‌র একথাটি লৌহশলাকার মত গেঁথে গিয়েছে যে, এক হৃদয়ে দু 'টি ভালোবাসা (একত্রে) থাকতে পারে না। বান্দা হয় খোদাকে ভালোবাসবে নতুবা সম্পদকে। এজন্যই আমি সুযোগ পেলেই চেষ্টা করি আমার কর্মের মাধ্যমেও যেন এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনি বলেন, আমার ঈমান তো হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র মত হওয়া সম্ভব নয় যে, বাড়ির সবকিছু আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করব; কিন্তু এটুকু তো করতে পারি যে, পকেটে থাকা পুরো অর্থ আল্লাহ্‌র পথে দিয়ে দিই! আর দোয়ার আবেদনও করছি,আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে হযরত আবু বকর (রা.)'র মত ঈমানও দান করেন। তিনি বলেন, আরেকটি বড় কারণ হল, যখন থেকে আমি আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করেছি, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ঈমানের সম্পদে সমৃদ্ধ করে দিয়েছেন, আমার ঈমানও বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে এবং আমি নিজের ভেতর এক অসাধারণ পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। এটি হল সেই চিন্তাধারা ও উপলব্ধি যা অনেক শিক্ষিত মানুষের মাঝেও নেই!

আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হবার ব্যবস্থাও কীভাবে করেন (দেখুন)!

এ–সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা। একটি দেশ আছে গিনি কোনাকরি। সেখানকার একজন নিষ্ঠাবান সচ্ছল আহমদী আল্ হাসান সাহেব বলেন, আমি চাঁদার টাকা একটি খামে ভরে নিজের টেবিলে রাখি, (তিনি ব্যবসা করেন) কিন্তু ব্যস্ততার কারণে মিশন হাউজে পাঠাতে পারি নি। হঠাৎ মনে পড়ায় আমি সেই টাকা ড্রাইভারকে দিয়ে বলি, যাও মিশন হাউসে গিয়ে চাঁদা দিয়ে আসো। এরপর আমি নিজের কোন কাজে বাইরে চলে যাই। এই সময়ের মধ্যেই, অর্থাৎ তার বাইরে থাকাবস্থাতেই তার পাশের অফিসে আগুন লেগে যায় এবং সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমার কাছে ফোন আসতে থাকে যে, তোমার অফিসে আগুন লেগেছে। তাই আমি তড়িঘড়ি সেখানে ফিরে আসি। তিনি বলেন, আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এটি কীভাবে সম্ভব? আমি তো আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে কুরবানী করি। তিনি বলেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র মহিমা দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে সম্মান রক্ষা করেন! অন্য অফিসটির দেওয়ালের সাথে লাগোয়া হওয়া সত্ত্বেও আমার অফিস একদম সুরক্ষিত থাকে আর তখন এই অফিসে কোম্পানির বিরাট অংকের অর্থও গচ্ছিত ছিল। সংলগ্ন দু 'টি অফিস একদম পুড়ে যায়, কিন্তু তার অফিস সুরক্ষিত থাকে। তিনি বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে আমার মাথায় আসে যে, নিঃসন্দেহে এটি চাঁদার কল্যাণে হয়েছে। তাদের জ্ঞানও রয়েছে এমন নয় যে, তাদের জ্ঞান নেই। তিনি বলেন, এর পাশাপাশি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর এই এলহামের প্রতিও আমার মনোযোগ নিবদ্ধ হয় যে, 'এই আগুন তোমার দাস বরং দাসানুদাস'। যাহোক,তিনি বলেন, এভাবে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর এক নগণ্য দাসকে ক্ষতির হাত থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

আরেকটি ঘটনা গাম্বিয়ার আমীর সাহেব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের একটি রিজিওয়নের মুয়াল্লিম সাহেব বলেন– আমাদের জামা'তের এক বন্ধু সাম্বুবা সাহেব ওয়াক্‌ফে জাদীদ– সংক্রান্ত আমার গত বছরের খুতবা শোনেন যাতে নববর্ষের ঘোষণা করা হয় এবং আমি তাতে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করি। তখন তিনি (এ খাতে) ৫শ' ডালাসী চাঁদা দেওয়ার ওয়াদা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি এমন অনুগ্রহ করেছেন যে, এ বছর তার দ্বিগুণ ফসল হয়। ফলে তিনি ৫শ' ডালাসী দেওয়ার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও এক হাজার ডালাসী চাঁদা দেন। আরো বলেন, তার জমিতে উৎপাদিত বজারার ওপর তিনি ১০ আঁটি যাকাত দিয়েছিলেন। কিন্তু এ বছর তার উৎপাদন এত (বেশি) ছিল যে, তিনি ৫০ আঁটি(যাকাত) দেন। অনুরূপভাবে চিনাবাদামের ওপরও কয়েক বস্তা, সম্ভবত দুই বস্তা যাকাত প্রদান করেন। তিনি বলেন, যেসব আহমদী বন্ধু নিয়মিত চাঁদা দেন তাদের ফসল পূর্বের তুলনায় ভালো হয়েছে। এখন অ–আহমদীরা বলছে, আহমদী জামা'তের মধ্যে কোন একটি বিষয় অবশ্যই রয়েছে, যখনই তাদের সদস্যরা আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচ করে তাদের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

কেবল আফ্রিকা বা বিভিন্ন দরিদ্র দেশের আহমদী এবং নবাগত আহমদীরাই নয় বরং সম্পদশালী বিভিন্ন দেশের স্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাদের কুরবানীরও দৃষ্টান্ত রয়েছে। জার্মানির মুবাল্লিগ লিখেন, রোয়েডার্য হাইম জামা'তকে চাঁদা প্রদানের আহ্বান জানানো হয় যে আপনাদের চাঁদা বৃদ্ধি করুন এবং ঘাটতি দূর করুন। তখন সেখানকার জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের স্ত্রী, একজন জার্মান আহমদী এবং খুবই নিষ্ঠাবতী। তিনি যখন বলেন যে, আমরা চাই জামা'তের চাঁদাও বৃদ্ধি পাক আর অধিক চাঁদাদাতা জামা'তগুলোর তালিকাতেও (আমরা) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। তখন সেই জার্মান নও আহমদী মহিলা; ১৯ হাজার ইউরো চাঁদা দেন। তিনি নবাগত নন, কেননা তিনি আহমদী হয়েছেন অনেক দিন হয়ে গেছে। তিনি বলেন, এ অর্থ আমি গাড়ি ক্রয় করার জন্য রেখেছিলাম। কিন্তু যুগ খলীফার সামনে আমাদের জামা'তের নাম আসা উচিত এমর্মে আমার হৃদয়ে গভীর উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তাই আমি এ অর্থ প্রদান করছি আর আমি যেন আল্লাহ্‌র সন্তোষভাজন হই।

এরপর জার্মানিরই একজন শিক্ষার্থী ৫শ' ইউরো চাঁদা প্রদানের ওয়াদা লেখান। তার পিতামাতা তাকে বলে, ৫শ' ইউরো তুমি কীভাবে দিবে? উত্তরে সে বলে, যে করেই হোক আমি প্রদান করবো। সে বলে, তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এর উত্তর এভাবে পাই যে, এক সপ্তাহের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে ফোন করে বলা হয়, আমরা ৪০জন শিক্ষার্থীকে মনোনীত করেছি যাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হবে। কাজেই তুমি তোমার একাউন্ট নম্বর পাঠাও যেন তোমাকে বৃত্তির টাকা প্রেরণ করা যায় আর তোমাকে এক হাজার ইউরো পাঠানো হচ্ছে। সে বলে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এরপর যুক্তরাজ্যের দৃষ্টান্তও রয়েছে। আমাদের বালাম বেগ (জামাতের) একজন সদস্য আছেন। ওয়াক্‌ফে জাদীদের লক্ষ্য পূরণে কিছুটা ঘাটতি ছিল। অতিরিক্ত চাঁদা প্রদান করেন কিন্তু এরপরও কিছু ঘাটতি ছিল। তিনি বলেন, প্রথমে স্থানীয় কাউন্সিলের পক্ষ থেকে একটি চিঠি পাই যাতে সার্ভিস চার্জ হিসেবে (আমার কাছে) অনেক বড় অংক দাবি করা হয়েছিল। তখনও আমি এ বিষয়েই ভাবছিলাম আর তখনই ওয়াক্‌ফে জাদীদ (দপ্তরের) পক্ষ থেকেও চাঁদা দেওয়ার কথা বলা হয়। আমি প্রথমে ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা দিয়ে দিই। এর পরদিনই কাউন্সিল থেকে পুনরায় চিঠি আসে যাতে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারা লিখে, আমরা তোমাকে টাকা দাবি করে যে পত্র পাঠিয়েছিলাম তা ভুলক্রমে পাঠিয়েছিলাম। সমন্বয়ের পর দেখা গেছে, তোমাকে আমাদের দিতে হবে না বরং আমরাই তোমাকে কিছু অর্থ দিব। তিনি বলেন, ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে আমি যে চাঁদা দিয়েছিলাম সেটির তুলনায় এই অংক দশগুণ বেশি ছিল। এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা ঈমানে দৃঢ়তার জন্য অনেক সময় তাৎক্ষণিকভাবেই ফিরিয়ে দেন।

এরপর আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক স্বীয় দানে ধন্য করার আরেকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে ভারত থেকে। ইন্সপেক্টর সাহেব বলেন, ওয়াক্‌ফে জাদীদের বছরের শেষের দিকে সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ইয়াদগীর জামাতে যাই। তিনি সেখানে এক যুবকের কাছে যান এবং তাকে ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা দেওয়ার কথা বলেন তখন সেই যুবক বলে, এ মুহূর্তে আমার পকেটে কেবল পনেরশ' টাকা আছে তাও আবার কাউকে দেওয়ার জন্য রেখেছি আর তাকে দেওয়াটা খুবই জরুরী। এরই মধ্যে আপনি ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা চেয়েছেন, এখন আমি ভাবছি যে, কী করবো? আমি যদি এখন আপনাকে চাঁদা দিই তাহলে সেই ব্যক্তিকে কোত্থেকে দিব? তাছাড়া এ মুহূর্তে তাৎক্ষণিকভাবে বাড়তি কোন টাকা জোগাড় করাও সম্ভব হবে না। যাহোক তিনি বলেন, ঠিক আছে কোন সমস্যা নেই আমি আমার চাঁদাই দিচ্ছি। একথা বলে, পনেরশ' টাকা চাঁদা দিয়ে সে চলে যায়। তিনি বলেন, পরদিন সেক্রেটারী

ওয়াক্‌ফে জাদীদের সাথে আমি সেই যুবকের সাথে সাক্ষাতের জন্য তার দোকানে যাই তখন তিনি তার পকেট থেকে টাকা বের করে বাইরে রাখেন, তা এত পরিমাণ ছিল যে, টাকার স্তুপ হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি গতকাল চাঁদা দিয়ে যখন বাড়ি পৌঁছি তখন কতিপয় এমন জায়গা থেকে টাকা আসে, যেসব জায়গায় মানুষের কাছে এতদিন আমার টাকা আটকে ছিল আর এখন কয়েক হাজার রুপি আমার হাতে আছে। এভাবে আল্লাহ তা'লা বরকত দিয়েছেন। ধনী বন্ধুরাও রয়েছেন, যদিও জাগতিকদের দৃষ্টিতে এরা ততটা ধনী নন কিন্তু জামাতের দৃষ্টিতে ধনী। কেরোলাই এর একজন বন্ধু রয়েছেন যিনি দশ লক্ষ রুপি চাঁদা দিয়েছেন। তার স্ত্রী খ্রিস্টধর্ম ছেড়ে আহমদী হয়েছেন এবং দোয়া ও নামাযে গভীর আগ্রহ রাখেন, খুবই নিষ্ঠাবতী আহমদী। তিনি মূসী, বরং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মূসী। তিনি বলেন, আমরা তাদের বাড়িতে গেলে তার স্ত্রী আমাদেরকে পাঁচ লক্ষ রুপির চেক লিখে দেন। ইন্সপেক্টর সাহেব বলেন, আপনার স্বামী পূর্বেই দশ লক্ষ রুপি দিয়েছেন। আবার আপনিও দিচ্ছেন। একথার যে উত্তর সেই ভদ্র মহিলা দিয়েছেন তা হল, আমরা যেসব নিয়ামত পেয়েছি তা চাঁদার কল্যাণেই পেয়েছি। এজন্য বারবার চাঁদা দিতে মন চায়। এই (চাঁদার) কল্যাণেই আমাদের ব্যবসায় উন্নতি হচ্ছে, তাই চাঁদা দেওয়া থেকে আমরা কখনও বিরত হবো না।

মালীর মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, কায়ি শহরে আমরা জামাতী রেডিও চ্যানেলে আর্থিক কুরবানী এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদের গুরুত্ব এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে (আলোচনা) অনুষ্ঠান করি। তিনি বলেন, এরপর আমরা বিভিন্ন জামাত পরিদর্শনে যাই, সাধ্যমত সব জামা'ত আর্থিক কুরবানী হিসাবে কিছু না কিছু উপস্থাপন করে। একজন নবাগত আহমদী বলেন, আমি যখন চাঁদার তাহরীক সম্বন্ধে শুনি তখন আমার কাছে আল্লাহ্‌ র রাস্তায় দেওয়ার মত নগদ কোন অর্থ ছিল না। তখন আমি সিদ্ধান্ত করি যে, আমিও নিজের পক্ষ থেকে আহমদীয়া জামা'তকে কিছু না কিছু অবশ্যই দিবো, অন্যদের থেকে আমি পিছিয়ে থাকবো না। তিনি বলেন, আমি জঙ্গালে চলে যাই এবং শুকনো ও পুরোনো অনেক জ্বালানি কাঠ জড়ো করি এবং সেখানেই সেসব কাঠ থেকে কয়লা প্রস্তুত করি এবং সেগুলো নিজ গ্রামে নিয়ে আসি। জামা'তের প্রতিনিধি দল যখন পরিদর্শনে আসে তখন তিনি বিশ বস্তা কয়লা চাঁদা হিসাবে প্রদান করেন। এই হতদরিদ্র মানুষের পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব ছিল তা তিনি করেছেন। যাহোক, (সেগুলো ছিল) পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক মূল্যমানের। তিনি বলেন, এখন আমি খুবই আনন্দিত কেননা, আমিও আর্থিককুরবানীতে অংশগ্রহণ করেছি।

পোল্যান্ড থেকে এক বন্ধু লিখেন, মুরব্বী সাহেব বছর শেষে ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমার কাছে তখন প্রায় একশ' যালুতী (পোলিশ মুদ্রা) ছিল। তিনি বলেন, সেদিন তথা ২৬ তারিখ কাদিয়ান জলসাও ছিল আর তিনি আমার বক্তৃতাও শুনতে চাচ্ছিলেন, এদিকে তাঁর মোবাইলের (ইন্টারনেট) প্যাকেজও শেষের পথে ছিল, বক্তৃতা কীভাবে শুনবে? তিনি বলেন, আমার বক্তৃতা শুনতেও খুব মন চাচ্ছিল। যাহোক, আমি বিশ যালুতীর প্যাকেজ ক্রয় করি এবং মাথাপিছু ২৮ যালুতী করে আমি, আমার ছেলে ও স্ত্রীর নামে চাঁদা প্রদান করি। আর আমি সিদ্ধান্ত নিই, (মাসের) বাকী দিনগুলোতে আমি কোন কিছু ক্রয় করব না এবং বাড়িতে বিদ্যমান জিনিস দিয়েই কোনমতে দিন পার করবো। কিন্তু এ আক্ষেপও হল যে , যদি আরো বেশি অর্থ থাকতো তবে আরো বেশি চাঁদা দিতে পারতাম। তিনি বলেন, আমরা দোয়া করি আর আল্লাহ্‌ তা'লা স্বীয় করুণা বর্ষণ করেন। ২৮ ডিসেম্বর আমি কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিলাম তখন এক বন্ধু যার কাছে আমি ১২ যালুতি পেতাম, সে বলে আমার স্মরণ থাকে না এখন আপনি এটি নিয়ে নিন। তিনি আরো বলেন, বাড়ি ফিরে আমি যখন আমার একাউন্ট দেখি তখন দেখলাম বিভিন্ন স্থান থেকে কীভাবে যেন বারশ'নব্বই যালুতী আমার একাউন্টে জমা হয়েছে। তিন বছর ধরে আমি যে ফ্যাক্টরীতে কাজ করছিলাম তারা কখনও অতিরিক্ত অর্থ দেয়নি। ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার কল্যাণেই এই অর্থ আমার একাউন্টে এসেছিল আর এভাবে আমি তেরশ' যালুতী পেয়ে যাই। এরপর আমি আরো তিনশ' যালুতী চাঁদা দিই। আল্লাহ্‌র আরেকটি অনুগ্রহ হয়েছে। আমার ছেলে যেখানে কাজ করে সেখানে অক্টোবর বা নভেম্বরে বছরে একবার তাঁর বেতন বৃদ্ধি পেত। এবছর অক্টোবরে একবার তার বেতন বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর তার বেতন আরেকবার বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন, এ বিষয়টি আমাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করেছে।

তাঞ্জানিয়ার শিয়াঙ্গা অঞ্চলে একটি জামাত রয়েছে। সেখানকার নবদীক্ষিতরা ধীরে ধীরে আর্থি ক ব্যবস্থাপনায় অংশ নিচ্ছেন। সেখানকার মুয়াল্লিম লিখেন, এক বন্ধু রমযান সাহেব গত বছর বয়'আত করেছেন। তিনি সামর্থ্যানুযায়ী তাহ্‌রীকে জাদীদ ও ওয়াক্‌ ফে জাদীদের ওয়াদা লিখান। বছর শেষ হবার পূর্বেই তিনি ওয়াদার চেয়ে দ্বিগুণ পরিশোধ করেন। অনুরূপভাবে অন্য এক সময়ে তিনি তার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি প্লটও জামাতের নামে দিয়ে দেন। তিনি যে গ্রামে থাকতেন সেখানকার লোকদের জন্য এটি খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল। কয়েকজন ঠাট্টা করে বলে, এ লোক তো এভাবে অবিবেচকের ন্যায় ধর্মেরপথে তার সব সম্পদ উড়িয়ে ফেলবে। কিন্তু তিনি মুয়াল্লিমকে বলেন, প্রকৃতপক্ষে আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েই তিনি আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব এবং এর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছেন। তিনি বলেন, যখন থেকে তিনি আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করতে আরম্ভ করেছেন, তার কাজে অনেক বরকত হয়েছে। লোকেরা যাই বলুক, প্রকৃতপক্ষে চলতি বছরেই বিভিন্ন স্থানে আরও প্লট ক্রয় করার এবং দু'টি বাড়ি নির্মাণের তার তৌফিক লাভ হয়েছে। এ সবকিছুই আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করার এবং জামাতের নামে একটি প্লট দেওয়ার কল্যাণেই হয়েছে।

এরপর রয়েছে সিয়েরা লিয়নের একটি ঘটনা। ঈমান ও নিষ্ঠায় কীভাবে নবদীক্ষিতগণ উন্নতি করছে দেখুন! পোর্ট লুকো রিজিওনের মিশনারী জিব্রীল সাহেব বলেন, নব দীক্ষিতদের একটি জামাতে ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার তাহরীক করা হয়। তখন এক বয়স্কা অন্ধ মহিলা এক বাচ্চার সাহায্য নিয়ে আমার কাছে আসেন এবং বলেন, আমি কোন ওয়াদা লেখাই নি ঠিকই কিন্তু আমি ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে চাঁদা দেওয়ার জন্য এ দু'হাজার লিওন নিয়ে এসেছি। স্থানীয় মিশনারী বলেন, আপনি নিজে কেন কষ্ট করলেন আমাকে ডাকলে আমি নিজেই আপনার কাছে চলে আসতাম। সেই হতদরিদ্র ও বাহ্যত অশিক্ষিতা বৃদ্ধা মহিলার উত্তর শুনুন! তিনি বলেন, একে তো আমি সামান্য পরিমান অর্থ দিতে এসেছি। সেটিও আপনাকে বাড়িতেডেকে নিয়ে দিব? আমি পুরো সওয়াব নিজেই পেতে চাই এজন্য নিজেই হেঁটে চলে এসেছি।

আইভরিকোস্ট থেকে সান-পেদ্রো অঞ্চলের মুবাল্লিগ বলেন, কোলি বালি সাহেব নামে জামাতের একজন সদস্য গত রমযান মাসে আমাকে ফোন করে ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা সম্পর্কে জানতে চান, রমযান মাসে চাঁদা দেওয়া বা চাঁদা বৃদ্ধি করার কোন আবশ্যকতা আছে কিনা? উত্তরে আমি তাকে বলি- মহানবী (সা.) ও হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) -এর আদর্শ এমনই ছিল যে, তাঁরা রমযানে প্রচুর পরিমাণে আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর্থিক কুরবানি করতেন। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বলি। আর ওয়াক্‌ফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদ সম্পর্কেও তাকে অবহিত করি যে, ইসলাম প্রচারের কাজে এই (অর্থ) কীভাবে ব্যবহৃত হয় আর এটিও বলি যে, আবশ্যক না হলেও নিজের সাধ্যানুসারে রমযান মাসে এসব চাঁদার তাহরীকে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করা উচিত। যাহোক, তখন এই ভদ্রলোক যিনি আগে থেকেই প্রতি মাসে ২০ হাজার ফ্রাঙ্ক চাঁদা প্রদান করে আসছিলেন, তিনি ওয়াদা করেন, ভবিষ্যতে কেবল রমযান মাসেই নয় বরং নিয়মিত প্রতি মাসে তার বিগত লাযেমী চাঁদার পাশাপাশি ৩০ হাজার ফ্রাঙ্ক অতিরিক্ত অর্থ বিশেষভাবে ওয়াক্‌ফে জাদীদ ও তাহ্‌রীকে জাদীদ খাতে প্রদান করবেন। আর এই ওয়াদাও করেন, এই বছর সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই ওয়াক্‌ ফে জাদীদ খাতে প্রদত্ত এই অতিরিক্ত অর্থ আরো বৃদ্ধি চেষ্টা করবেন, ইনশাআল্লাহ্‌। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কৃপায় ভদ্রলোক রমযানের পর থেকে অদ্যাবধি মাসের শুরুতেই এক সচেতনতা নিয়ে লাযেমী চাঁদা প্রদান করছেন।

এশায়াতে ইসলাম বা ইসলাম প্রচারে বিভিন্ন ব্যয়ের কথা হচ্ছে তাই, এখানে এটিও উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌ তা'লা জামা'তকে গত বছর ১৮৭টি মসজিদ নির্মাণ করার তৌফিক দিয়েছেন। এছাড়া বর্তমানে আফ্রিকাতে ১০৫টি মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। অনুরূপভাবে ১৪৪টি মিশন হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার অধিকাংশই আফ্রিকাতে এবং ৪৫টি মিশন হাউস নির্মাণাধীন রয়েছে। এছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে যেখানে আমরা মিশন হাউস নির্মাণে অপারগ সেক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ৭৩১টি মিশন হাউস এবং মুরুব্বি হাউস ভাড়া নেওয়া হয়েছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশেও ৬৩২টি মিশন হাউস ভাড়ায় নেওয়া হয়েছে। মোটকথা, ওয়াক্‌ ফে জাদীদের চাঁদার সিংহভাগ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ব্যয় করা হয়। মসজিদ নির্মাণ করার প্রসঙ্গ এসেছে। একাজও এতো সহজে হয়ে যায় না; সর্বত্র বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'লার খাতিরে জামা'ত এসব কাজ করে যাচ্ছে আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জামাতের উন্নতির প্রতিশ্রুতিও রয়েছে; এজন্য বিশেষ ঐশী সমর্থনও (জামা'তের) সাথে থাকে।

কঙ্গো কিনশাসা'র একটি ঘটনা বর্ণনা করছি, সেখানকার মুবাল্লিগ লিখেন, এখানে বান্দোরো অঞ্চলে দু'বছর হল একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। সেখানে সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমানরা আহমদীদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেওয়া ও সরকারি বিভিন্ন অফিসে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার ক্ষেত্রে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি। যখন কোন দূরভিসন্ধিই সফল হয় নি তখন তারা হত্যার হুমকি দিতে আরম্ভ করে। যাহোক, বিরুদ্ধবাদীরা তো কোনভাবেই সফল হয় নি কিন্তু অপরদিকে মসজিদ নির্মাণের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। সেখানকার নির্মাণ কার্যক্রম তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত একজন আহমদী বন্ধু বলেন, মসজিদ নির্মাণকালে একদিন স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্রিস্টান অধ্যাপক এসে মসজিদ নির্মাণ কাজে সাহায্য করতে আরম্ভ করেন। এমনকি তিনি যেসব আহমদী দূর-দূরান্ত থেকে বালু বয়ে আনতেন তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঠেলা গাড়ি ইত্যাদি টেনেছেন! একদিকে বিরোধীরা তাদের কাজ করছে অপরদিকে আল্লাহ্‌ তা'লা অন্যদের মাধ্যমেও কাজ করিয়ে নেন। এভাবে পুণ্যবানরা আসেন।

এরপর ক্যামেরুনের একটি ঘটনা রয়েছে। সেখানকার বোয়াদাসিনিচ নামক স্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বাস, এটি দোলা শহরের একটি পাড়া বা মহল্লা। তিনি বলেন, সেখানে দু'বছর পূর্বে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মসজিদ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হলে এলাকার প্রশাসনের পক্ষ থেকে চিঠি আসে যে, মসজিদের নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দাও। জামা'ত কাজ বন্ধ করে দেয়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মুসলমানদের কোন একটি সংগঠন গভর্নর সাহেবকে এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে চিঠি লিখেছে যে, এই জামা'ত একটি উগ্রপন্থী জামা'ত, ইসলামের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই, তাই এরা মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে না। এই অপপ্রচার ইসলামী দেশগুলোতে করা হয় আর তাদের মৌলভীরা সেখানে গিয়েও একই কাজ করতে থাকে। যাহোক, তারা আমাকেও পত্র লিখে, নিজেরাও দোয়ায় রত হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগও করে। তিনি বলেন, এক মাস পর প্রশাসন আমাদেরকে তার অফিসে ডেকে পাঠান আর বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, চীফ ইমাম এবং মুসলমানদের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকেও ডেকে পাঠান। এরপর প্রশাসক মহোদয় একটি প্রতিবেদন পাঠ করতে আরম্ভ করেন। মুসলমানদের অভিযোগের ভিত্তিতে যে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তিনি বলেন, আমরা (নির্মাণ) বন্ধ করে দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু ক্যামেরুনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমরা রিপোর্ট সংগ্রহ করেছি। (আর তা হল,) আহমদীয়া জামা'ত একটি আন্তর্জাতিক জামা'ত। দু'শ'র অধিক দেশে এই জামা'ত কাজ করছে। ক্যামেরুনেও তারা গত পনেরো বছর ধরে কাজ করছে। এখানেও তারা অনেক স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেছে। যাহোক, তিনি বলেন, এভাবে তারা ধর্মের সেবা করছে। এছাড়া মানবসেবামূলক কার্যক্রম সম্পর্কেও তিনি বলেন যে, অনেক এলাকায় তারা সুপেয় পানির নলকূপ এবং টিউবওয়েল স্থাপন করেছে। এরা এতীমদের লালনপালন করছে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্য করছে। একইভাবে উগ্রপন্থী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে সর্বদা এই জামা'ত সোচ্চার। অতঃপর তিনি বলেন, এই জামা'ত শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা প্রদান করে আর একথাও বলে যে, জিহাদ তরবারির নয় বরং জিহাদ হল কলমের। এই সমস্ত কথা তিনি সেসব লোকের সামনে উপস্থাপন করেন। এছাড়া তিনি এটিও বলেন যে, মুসলমানদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ এবং সরকারপ্রধানসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের জলসায় যোগদান করে থাকেন। কাজেই, তাদের মসজিদ নির্মাণ বন্ধ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। তারা এখানেও মসজিদ নির্মাণ করতে পারে। তিনি যখন রিপোর্ট উপস্থাপন সমাপ্ত করেন তখন সেখানকার বা সেই এলাকার যত মুসলমান নেতৃবৃন্দ ছিল সবাই দঁাড়িয়ে যায় এবং বলে, এরা কাফির, আমরা এদেরকে কাফির মনে করি, আর আপনি যে রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন তা আমাদেরকে জিজ্ঞেস না করেই করেছেন, তাই আমরা এটি মানি না। যাহোক, এডমিনিস্ট্রেটর বা প্র শাসক রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে বলেন, আমার কাজ কীভাবে করতে হবে তা আমি জানি। আপনারা এখান থেকে চলে যান। এরপর তারা নীরব হয়ে যায় এবং তিনি জামা'তকে বলেন, আপনারা মসজিদ নির্মাণ করুন।

আহমদীয়া জামা'তের সেবামূলক কর্মকাণ্ডের যে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে তা প্রত্যেক বিবেকবানকে জামা'তের প্রশংসা করতে বাধ্য করে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যখন কাজ করা হয় তখন আল্লাহ্ তা'লা সাহায্যকারীদের বাহিনী প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং তাদের অর্থাৎ, বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি কীভাবে বৃদ্ধি পায় (এবার) সে সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণনা করছি।

ঘানার আপার ওয়েস্ট রিজিওনের একটি রিপোর্ট রয়েছে। তবলীগের ফলে ষাটটির অধিক বয়'আত হয়। গ্রামে জামা'তের একটি ছোট্ট কাঁচা ইটের মসজিদ ছিল। আমাদের সফলতা দেখে অ-আহমদী মুসলমানরা আমাদের মসজিদের ঠিক সামনে খুব সুন্দর একটি পাকা মসজিদ নির্মাণ করায় এবং সেই মসজিদের লোভ দেখিয়ে আমাদের নবাগত আহমদীদেরকে নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করলে কয়েকজন দুর্বল প্র কৃতির নবদীক্ষিত তাদের দিকে চলেও যায়। পরবর্তীতে জামা'তও সেখানে অনেক সুন্দর এবং বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করে। এখন আল্ল াহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের নিজেদের সদস্যরা তো মসজিদে আসেই, এছাড়া অ-আহমদীদেরও একটি বৃহৎ সংখ্যা সেখানে আসতে আরম্ভ করেছে।আমাদের মসজিদ মুসল্লিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং তাদের মসজিদ খালি হয়ে গেছে বা সেখানে খুব কম মানুষ রয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নবদীক্ষিতদের তা'লীম ও তরবীয়তের জন্য এখন সেখানে প্রত্যহ ক্লাসও হচ্ছে, যার ফলে সেখানে প্রতিনিয়ত জামা'তের উন্নতি ঘটছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপার (এমন) অনেক ঘটনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত নিজ প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করছেন আর অদৃশ্য হতে সাহায্যও করেন এবং করবেন, ইনশাআল্লাহ্। আমাদেরকে তিনি সুযোগ প্রদান করেন মাত্র যাতে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর পথে (আমরা) খরচ করতে পারি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারির উত্তরাধিকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দান করুন আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হতে পারি।

এখন আমি রীতি অনুসারে গত বছর অর্থাৎ, ২০২১ সনের ওয়াক্ ফে জাদীদের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট উপস্থাপন করব। আর এ বছর ২০২২ সনের জানুয়ারি মাসে নতুন বছরও আরম্ভ হয়ে গেছে। গত বছরটি ছিল ৬৪তম বছর। এ বছরের রিপোর্ট হল, এবছর ওয়াক্ফে জাদীদ খাতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'ত যে কুরবানী করেছে (তার পরিমান হল) ১ কোটি ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার পাউন্ড বা প্রায় ১১.২ মিলিয়ন (পাউন্ড)। গত বছরের তুলনায় এই কুরবানী ৭ লক্ষ ৪২ হাজার পাউন্ড বেশি। পৃথিবীর অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রে ক্ষাপটে এটি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ।

এ বছরও যুক্তরাজ্য জামা'ত মোট (চাঁদা) সংগ্রহের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে। পাকিস্তানের মুদ্রামানে যেহেতু ধ্বস নেমেছে, তাই তাদের অবস্থান অনেক নেমে গেছে। তা সত্ত্বেও নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী তারা অনেক কুরবানী করছেন। যাহোক, অবস্থানের দিক থেকে যুক্তরাজ্য প্র থম স্থানে রয়েছে। এরপর রয়েছে জার্মানি। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যুক্তরাজ্য এ বছর বেশ ভালো কুরবানী করেছে আর জার্মানি এবং যু ক্তরাজ্যের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এরপর তৃতীয় স্থানে রয়েছে কানাডা।

এরপর রয়েছে যথাক্রমে- আমেরিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মধ্য প্রাচ্যের একটি জামা'ত, ঘানা এবং বেলজিয়াম। মাথাপিছু (চাঁদা) প্রদানের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে আমেরিকা, এরপর যথাক্রমে- সুইজারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য।

আফ্রিকায় সম্মিলিত (চাঁদা) সংগ্রহের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য জামা'তগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে ঘানা। এরপর রয়েছে যথাক্রমে- মরিশাস, নাইজেরিয়া, বুরকিনা ফাঁসো, তানজানিয়া, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া, গাম্বিয়া, উগান্ডা এবং দশম স্থানে রয়েছে বেনিন।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মোট চাঁদাদাতার সংখ্যা হল, ১৪ লক্ষ ৪৫ হাজার। যুক্তরাজ্যের দশটি বড় জামা'তের মাঝে (চাঁদা) সংগ্রহের দিক থেকে , প্র থম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ, এরপর যথাক্রমে- ফার্নহাম, উস্টারপার্ক , চীম সাউথ, অল্ডারশট, বার্মিংহাম সাউথ, ওয়ালসল, জিলিংহাম, গিলফোর্ড ও ইয়োল।

সম্মিলত (চাঁদা) সংগ্রহের দিক থেকে প্রথম পাঁচটি রিজিওনের মাঝে প্রথম হল, বায়তুল ফুতুহ্। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ, এরপর যথাক্রমে- মসজিদে ফযল, বায়তুল এহসান এবং মিডল্যান্ডস।

আতফাল বিভাগের দিক থেকে শীর্ষ দশটি জামা'ত হল, প্রথম স্থানে ইসলামাবাদ, দ্বিতীয় স্থানে অল্ডারশট, এরপর যথাক্রমে- ফার্নহাম, রোহ্যাম্পটন, গিলফোর্ড, ইয়োল, মিচাম পার্ক, বায়তুল ফুতুহ্, ওয়ালসল এবং বার্মিংহাম ওয়েস্ট। (চাঁদা) সংগ্রহের দিক থেকে জার্মানীর পাঁচটি স্থানীয় এমারতের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে হ্যামবুর্গ, এরপর যথাক্রমে- ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, গ্রস গেরাও, উইযবাদেন এবং ডিটসেন্ বাখ। (চাঁদা) সংগ্রহের দিক থেকে শীর্ষ দশটি জামা'তের তালিকা হল, রোয়েডার মার্ক প্র থম স্থানে, এরপর যথাক্রমে রোডগাও, নয়েস, রোয়েডার্য হাইম, মাহদীয়াবাদ, ফ্রেডবার্গ, হ্যানাও, ফ্লোরেনয্ হাইম, ফ্রাঙ্কনথল, কোবলেনয্ এবং নিডা।

আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে (জার্মানীর) ৫টি শীর্ষ রিজিওন হল, প্রথম হামবুর্গ, এরপর যথাক্রমে- হিসেন সাউথ ওয়েষ্ট, তাউনসন, হিসেন মিটে এবং রায়েন লেন ফলয। (চাঁদা) সংগ্রহের দিক থেকে কানাডার এমারতগুলো হল যথাক্রমে- ভন, ক্যালগেরী, পিসভিলেজ, ভ্যানকুভার এবং ব্রাম্পটন ওয়েস্ট। আর কানাডার দশটি বড় জামা'ত হল যথাক্রমে- হাদীকা আহমদ, মিল্টন ওয়েস্ট, ব্র্যাডফোর্ড, ডারহাম, মিল্টন ইস্ট, রিজাইনা, অটোয়া ওয়েস্ট, উইনিপেগ, হ্যামিল্টন মাউন্টেন এবং এবোটস্ফোর্ড।

আর আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে ৫টি উল্লেখযোগ্য এমারত হল, প্রথম ভন, এরপর পিসভিলেজ, ক্যালগেরী, টরন্টো ওয়েস্ট এবং ব্রাম্পটন ওয়েস্ট। আতফাল বিভাগের ৫টি শীর্ষ জামা'ত হল যথাক্রমে- হাদীকা আহমদ, ব্র্যাডফোর্ড, ডারহাম, লন্ডন এবং মিল্টন ওয়েস্ট।

(চাঁদা) সংগ্রহের দিক থেকে আমেরিকার শীর্ষ ১০টি জামা'ত হল যথাক্রমে-মেরিল্যান্ড, লস এঞ্জেলেস, ডেট্রয়েট, সিলিকন ভ্যালী, বোস্টন, অস্টিন, ফিনিক্স, সিরাকিউস, লাস ভেগাস এবং ফিসবার্গ।

আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে (আমেরিকার) শীর্ষ ১০টি জামা'ত হল যথাক্রমে-মেরিল্যান্ড, লস এঞ্জেলেস, সিয়াটল, অরল্যাণ্ডো, অস্টিন, সিলিকন ভ্যালী, ফিনিক্স, ফিসবার্গ, লাস ভেগাস এবং জায়ান।

পাকিস্তানে প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদা আদায়ের দিক থেকে প্র থম তিনটি জামা'ত হল, যথাক্রমে- লাহোর, রাবওয়া এবং করাচী। আর বিভিন্ন জেলার অবস্থানগত দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে ইসলামাবাদ, এরপর যথাক্রমে- ফয়সালাবাদ, গুজরাত, গুজরাঁওয়ালা, সারগোধা,মুলতান, উমরকোট, হায়দ্রাবাদ, মিরপুর খাস এবং ডেরাগাজী খান।

মোট (চাঁদা) সংগ্রহের দিক থেকে (পাকিস্তানের) শীর্ষ দশটি জামা'ত হল, যথাক্রমে- ইসলামাবাদ শহর, ডিফেন্স লাহোর, টাউনশিপ লাহোর, ক্লিফটন

করাচী, দারুয্ যিকর লাহোর, মডেল টাউন লাহোর, গুলশানে ইকবাল করাচী, সামানাবাদ লাহোর, আযীযাবাদ করাচী এবং আল্লামা ইকবাল টাউন লাহোর।

আর আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে (পাকিস্তানের) ৩টি বড় জামা'ত হল, প্রথম লাহোর, দ্বিতীয় করাচী এবং তৃতীয় রাবওয়া। আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে জেলাপর্যায়ে অবস্থান হল, প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ। এরপর যথাক্রমে- শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি, সারগোধা, ফয়সালাবাদ, গুজরাত, হায়দ্রাবাদ, মিরপুর খাস, উমরকোট, এবং নারোয়াল।

যেসব জামাত (চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে) অসাধারণ উন্নতি করেছে সেগুলো হল, ড্রিগরোড করাচী, মুঘল পুরা লাহোর, গুজরাঁওয়ালা শহর, বায়তুল ফযল ফয়সালাবাদ, পেশাওয়ার শহর, দিল্লী গেইট লাহোর, কোটলী আযাদ কাশ্মীর এবং নানকানা সাহেব।

ভারতের শীর্ষ দশটি প্রদেশ হল, কেরালা, জম্মু কাশ্মীর, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র। চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে (ভারতের) শীর্ষ দশটি জামা'ত হল, হায়দ্রাবাদ প্রথম স্থানে। এরপর যথাক্রমে - কাদিয়ান, কেরোলাই, পার্থাপুরাম, কোয়েম্বাটুর, বেঙ্গালুরু, কোলকাতা, কালীকাট, রিশিনগর এবং মেলাপেলায়াম। অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ দশটি জামা'ত হল যথাক্রমে- মেলবোর্ন লঙ্গাওয়ারেন, ক্যাসেল হিল, মার্সডেন পার্ক, এডিলেইড সাউথ, মেলবোর্ন বেরভিক, পার্থ, প্যানরিথ, এডিলেইড ওয়েস্ট এবং লোগান ইস্ট।

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে অস্ট্রে লিয়ার জামা'তগুলো হল, মেলবোর্ন লঙ্গাওয়ারেন, ক্যাসেল হিল, মার্সডেন পার্ক, এডিলেইড সাউথ, মেলবোর্ন বেরভিক, পার্থ, প্যানরিথ, এডিলেইড ওয়েস্ট, ব্ল্যাকটাউন এবং ক্যানবেরা। আতফালদের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ জামা'তগুলো হল, মেলবোর্ন লঙ্গাওয়ারেন, এডিলেইড সাউথ, মেলবোর্ন বেরভিক, লোগান ইস্ট, পার্থ , ক্যাসেল হিল, মেলবোর্ন ইস্ট, মাউন্ট ড্রুইট, প্যানরিথ এবং ব্রিসবেন সেন্ট্রাল। এই ছিল তাদের (চাঁদা সংগ্রহের দিকে থেকে জামা'তগত) অবস্থান।

আল্লাহ্ তা'লা সকল (আর্থিক) কুরবানীকারীর ধনসম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দান করুন। (আমীন)

সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে একটি স্থানে ৭০০-এর কম জমায়েত করার বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে পুরুষ জলসাগাহে ৭০০ শ্রোতা ধারণক্ষমতা সম্পন্ন দুটি পৃথক পৃথক প্যান্ডেল তৈরী করা হয়েছিল। মহিলাদের জন্যও সাতশ' শ্রোতা আসন তৈরী করা হয়েছিল। এবছর প্রত্যেকের জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পুরুষদের জলসা গাহে দুটি এবং লাজনাদের জলসা গাহে একটি বৃহদাকার এল.ই.ডিরর মাধ্যমে জলসা শোনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কোভিড সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম মেনে চলা হয়। জলসা গাহে প্রতিটি চেয়ারের মাঝে ৬ ফুট দূরত্ব রাখা হয়েছিল।

আবহাওয়া বিভাগের সংবাদ অনুসারে ২৬ শে ডিসেম্বর বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তির পূর্বে হাল্কা বৃষ্টি শুরু হয়। এদিকে দ্বিতীয় অধিবেশনে হুযুর আনোয়ারের সমাপ্তি ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারিত হওয়ার সময় হচ্ছিল, যার কারণে চারিদিকে কিছুটা চাপা উৎকণ্ঠার ছাপ চোখে পড়ছিল। তাই প্রথম অধিবেশনের রিপোর্ট পাঠানো সময় আবহাওয়া অনুকুল থাকার জন্য হুযুরের কাছে দোয়ার আবেদন করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা হুযুর আনোয়ারের দোয়ার কল্যাণে আবহাওয়া অনুকুল রাখেন, বৃষ্টি আর হয় নি। যার ফলে জলসা গাহ পুরো ভর্তি হয়ে যায় এবং শ্রোতারা মনোযোগ সহকারে হুযুরের ভাষণ শোনেন। আল হামদোলিল্লাহ।

****

জলসা সালানার সমস্ত অনুষ্ঠান লাইভ স্ট্রীমিং=এর মাধ্যমে সম্প্রচারিত হতে থাকে। এর থেকে কেবল ভারতই নয়, অন্যান্য দেশের মানুষও উপকৃত হয়েছে। অডিও ভিডিও বিভাগের রিপোর্ট অনুসারে এক লক্ষ ছয় হাজার ছয়শ ছিয়াল্লিশ জন জলসা সালানার অনুষ্ঠান দেখেছেন এবং শুনেছেন।

এবছর অতিথিদের থাকার জন্য প্রায় ১৫টি জায়গা তৈরী করা হয়েছিল। ৩৪টি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থাপক, সহ-ব্যবস্থাপক ও কর্মীরা দিনরাত সেবাদানে রত থেকেছে।

ইংরেজি, বাংলা, কন্নড়, মালায়ালায়াম, তামিল এবং তেলুগু- এই ছয়টি ভাষায় জলসা সালানার অনুষ্ঠান অনুদিত হয়েছে। সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আ.)এর খুতবা জুমআ এবং সমাপনী ভাষণ সরাসরি অনুবাদ করা হয়। লাইভ স্ট্রীমিং-এর মাধ্যমে তামিল এবং মালায়ালাম ভাষায় অনুষ্ঠানের সম্প্রচার হয়। লাজনা ইমাউল্লাহ্র জলসায় পাঁচটি ভাষায় সম্প্রচার হয়।

মহিলাদের থাকার জন্য ১নং ও ২ নং গেস্ট হাউসে ব্যবস্থা করা হয়। জম্ম-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, কেরালা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, এবং হিমাচল প্রদেশ-এই ৬টি রাজ্যের মহিলাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

জলসায় সারা ভারতের জামাতগুলি থেকে মুবাল্লিগ, আমীর ও সদরগণের সঙ্গে নাযির আলা সাহেব এবং নায়েব নাযির আলা সাহেব বৈঠক করেন এবং তাদেরকে জরুরী দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। অনুরূপভাবে আহমদীয়া মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকেও একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যাতে সারা ভারত থেকে আসা চিকিৎসকগণ অংশগ্রহণ করেন।

জলসায় নিকাহর ঘোষণা হোক, এমন বাসনা নিয়ে অনেকেই কাদিয়ান আসেন। জলসার দ্বিতীয় দিন মগরিব ও এশার নামাযের পর দারুল আনোয়ার মসজিদে নিকাহর ঘোষণা হয়।

ইন্ডোনেশিয়ার ওয়াকফীনে নও -এর সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভার্চুয়াল সাক্ষাত

জামাত আহমদীয়া ইন্ডোনেশিয়ার ৫০জন ওয়াকফীনে নও হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে গত ২৩ শে জানুয়ারী ২০২১ তারিখে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজিত হয় জাকার্তার রহমত সভাকক্ষে।

কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। হাফিয বিলদান ফাযিল সাহেব সূরা সাফ-এর ১০৩-১১৪ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন। এরপর মহম্মদ আনোয়ার সাহেব এর ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর নযম পরিবেশিত হয় এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মাননীয় আহমদ আব্দুর রহমান সাহেব সংক্ষিপ্ত আকারে রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ইন্ডোনেয়িায় মোট ২০১৬ জন ওয়াকফীনে নও রয়েছেন যাদের মধ্য থেকে ১২৩৩ ওয়াকফীনে নও এবং ৭৮৩জন ওয়াকফাতে নও। এই মুহূর্তে ৬১জন ওয়াকফীনে নও সরাসারি জামাতের সেবা করছে যাদের মধ্যে ২৭জন মুরুব্বী, ছয়জন এম.টি.এতে, চারজন জামাতের স্কুলে এবং তিন জন জামাতের অঙ্গ সংগঠনগুলির অফিসে, একজন হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর অফিসে এবং আরও কুড়ি জন জামাতের বিভিন্ন অফিসে সেবারত রয়েছেন।

রিপোর্টের পর চার মিনিট দৈর্ঘের একটি তথ্যচিত্র হুযুর আনোয়ারকে দেখানো হয় যাতে ইন্ডোনেশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের ওয়াকফীন ও ওয়াকফাতে নওদের পক্ষ থেকে হুযুরকে সালাম নিবেদন করছে।

এই সাক্ষাতপর্বেই একাধিক ওয়াকফে নও হুযুরকে প্রশ্ন করার সুযোগ পায়।

তওফিক খালিদ আহমদ আযবান্দুঙ্গ নামে এক ওয়াকফে নও দাম্পত্য সম্পর্কের বিষয়ের প্রশ্ন করেন যে, হুযুর কি আমাদেরকে এমন কল্যাণময় দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন যে কিভাবে আমরা নিজেদের বিবাহ বন্ধনের প্রতি দায়বদ্ধতা পূরণ করতে পারব, বিশেষ করে নবদম্পতিদের জন্য দিক-নির্দেশনা চাই।

হুযুর আনোয়ার উত্তরে বলেন: বেশ, মাশাআল্লাহ্॥ আপনার স্বাস্থ্য দেখে অনুমান করা যায় যে আপনার স্ত্রী বেশ ভাল রান্না করেন।তাই যখন আপনার স্ত্রী সুস্বাদু খাদ্য আপনাকে রান্না করে এনে দেয়, তখন অবশ্যই আপনাকে তার প্রশংসা করা উচিত।

সব সময় একথাই ভাববেন যে স্ত্রীর সামনে নিজেকে আদর্শ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে। সব সময় চিন্তা করবেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝের যদি সুসম্পর্ক না থাকে তবে সন্তানদের উপর ও এর কুপ্রভাব পড়বে। আর এভাবে আমরা আহমদীয়াতে নবীণ প্রজন্মটির ভবিষ্যতও ধ্বংস করব।

তাই সব থেকে ভাল পন্থা হল, স্বামীরা যেন বাড়িতে নিজেদের উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করে এবং স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি নম্র আচরণ করে। আপনার আচরণ এমন থাকলে বাড়িতে কোন সমস্যা থাকবে না।

একজন ওয়াকফে নও হুযুরের সমীপে নিবেদন করে যে, কিছু তথ্যচিত্র দেখে আমি জানতে পেরেছি যে, খিলাফতের পূর্বে হুযুর কখনই মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে পছন্দ করতেন না। আমার প্রশ্ন হল খলীফা হওয়ার পর কিভাবে এই নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: I don't know myself. It is Allah who has changed me. Right. That is enough.

অনুবাদ-আমি নিজেই জানি না। আল্লাহ্ই আমাকে পাল্টে দিয়েছেন। ঠিক। এটাই যথেষ্ট।

আহমদ আব্দুর রহমান সাহেব (ন্যাশনাল ওয়াকফে নও সেক্রেটারী) লেখেন: আলহামদোলিল্লাহ।অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। এটি আমাদের জন্য খোদার অশেষ অনুগ্রহ। এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি দুই মাস আগে থেকে চলছিল আর আমরা সকলে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের পুরো চেষ্টা ছিল পুরো প্রস্তুতি নিয়ে হুযুরের সামনে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করা। আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা এই যে, আমাদের এই তুচ্ছ প্রচেষ্টা যেন হুযুরের মনোপুত হয়।আমীন।

(রিপোর্ট ফযলে উমর ফারুক, আল-ফযল ইন্ডোনেশিয়ার প্রতিনিধি)

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টার ন্যাশনাল, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০২১)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

শাস্তিতে তেমন একটা প্রভাবিত হয় না, যাদেরকে মিথ্যা অহমিকা আচ্ছন্ন করে রাখে এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার আনুগত্যতা কিভাবে করতে হয় তা ভুলে যায়, এমন ব্যক্তিদের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতে জামাতের অন্যান্য সদস্যদের কর্তব্য বর্তায় তাদের সঙ্গে বৈঠক না করা, তাদেরকে কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত না করা বা আনন্দ-উৎসবের শরিক না করা। কেননা জামাতের পক্ষ থেকে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্দেশ্যই হল এক প্রকার সামাজিক চাপ তৈরী করা। তথাপি স্ত্রী,সন্তান এবং পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে তারা বোঝাতে পারে এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার প্রতি অনুগত ও জামাতের উপযোগী সদস্য হিসেবে তাকে তৈরী করার চেষ্টা করে।

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ারের কাছে জানতে চান যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যু কিভাবে হবে তা কি উক্ত ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন-

আল্লাহ্ তা'লা নবীদেরকে এইজন্য প্রেরণ করেন যাতে তারা মানুষকে সৎকর্মের দিকে আহ্বান করেন আর আল্লাহ্ তা'লার বিধি নিষেধ অনুসারে মানুষ এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবন অতিবাহিত করে পরকালের চিরন্তর পুরস্কাররাজির উত্তরাধিকারী হয় এবং শয়তানী পথ ত্যাগ করে পরকালের আযাব থেকে রক্ষা পায়। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর নবীদের উপর ঈমান আনা আবশ্যক। কুরআন করীম এই বিষয়টিকে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছে।

কিন্তু কারো জান্নাতে বা দোযখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আল্লাহ্র নিজের, কেননা তিনিই সর্বাধিপতি। তিনি বলেছেন, 'আমি শিরক ছাড়া মানুষের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিই। অতএব, কারো জান্নাতে বা দোযখে যাওয়ার নিদান দেওয়ার অধিকার কোন সাধারণ মানুষের নেই। তবে খোদা তা'লার প্রেরিত নবী ও রসুলগণ যেহেতু খোদার পক্ষ থেকে অদৃশ্যের সংবাদ প্রাপ্ত হন, তাই তারা যখন কোন বিষয়ে কোন কথা বলেন তখন তা বস্তুত তা খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই বলেন এবং তা পরম সত্য নির্ভর। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর (সা.)-এর পাশ দিয়ে এক ব্যক্তির মরদেহ নিয়ে যাওয়া হলে লোকেরা মৃত ব্যক্তির উৎকৃষ্টগুণাবলী নিয়ে বলাবলি করে, যা শুনে আঁ হযরত (সা.) বলেন- এই ব্যক্তির জন্য জান্নাত অনিবার্য হয়ে গেল। অপর এক ব্যক্তির অতিক্রান্ত হলে লোকেরা মৃত্য ব্যক্তির অসৎ গুণাবলীর উল্লেখ করলে তিনি (সা.) বললেন, এই ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম অনিবার্য হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন,'মোমেনরা হল পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষী।

তাছাড়া একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা রহীম ও করীম। তিনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ পুণ্যেরও প্রতিদান অবশ্যই দিয়ে থাকেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এক সাহাবী হুযুর (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করলেন, 'আমি কাফের থাকা অবস্থায় শুধু আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে অনেক সম্পদ মিসকীনদের দান করেছিলাম। আমি কি তার প্রতিদান পাব? ' আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'সেই দানই তো তোমাকে ইসলামের দিকে টেনে এনেছে।'

অতএব, কারো মৃত্যুতে তার ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে জাহান্নাম বা জান্নাতের বিচার করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই। এই কাজ খোদা তা'লার বা তাদের যাঁরা নবী ও রসুল হিসেবে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন।

প্রশ্ন: এক ভদ্রলোক হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে পত্র মারফত লেখেন, 'জার্মানীর জলসা সালানায় একটি বক্তব্যে দাজ্জালকে ব্যক্তিরূপে উপস্থাপন করে রূপক অর্থে উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি একটি ভিডিওতে সহী মুসলিমের একটি হাদীসের উল্লেখ করা হয়, যেখানে দাজ্জালকে এক মূর্তিমান মানুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই হাদীসটি কি নির্ভরযোগ্য? হুযুর (সা.) ২০২০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে লেখেন-

আসল কথা হল শেষ যুগে ইসলাম যে সমস্ত বিপদাপদ ও নৈরাজ্যের সম্মুখীন হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, সেগুলিতে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। কুরআন করীমে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে এই নৈরাজ্যের উল্লেখ রয়েছে। আঁ হযরত (সা.)ও বিভিন্ন সতর্কবাণীতে এই সব নৈরাজ্য থেকে নিজ উম্মতকে সতর্ক করেছেন, যা একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সেই সব হাদীগুলির মধ্য থেকে সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসও রয়েছে, যার কথা আপনি উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসটিও এই বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য হাদীসের ন্যায় দিব্য-দর্শন এবং রূপকভাষায় বর্ণিত হয়েছে। যদি এই হাদীসে বর্ণিত বিষয় বাস্তবিক ঘটনার উপর নির্ভর করত, তবে সেই বর্ণনা কারী ছাড়াও অন্যান্য লোকেরাও উক্ত হাদীসে বর্ণিত সেই সশরীরী ও দানবরূপী দাজ্জালকে বাহ্যিকরূপে নিশ্চয় স্বচক্ষে দেখে নিত। এই হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে অন্য কারো সাক্ষ্যী না থাকাই প্রমাণ করছে যে এটি একটি দিব্য দর্শন ছিল।

আর দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের বাস্তবতা কি সে সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায় এটি একই নৈরাজ্যের দুটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ। দাজ্জাল হল এই ফিতনার ধর্মীয় দিকটির নাম, যার অর্থ হল এই দলটি শেষ যুগে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারার মধ্যে বিকৃতি ও বিশৃঙ্খলা তৈরী করবে এবং সেই যে দলটি রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে অস্থিরতা তৈরী করবে এবং রাজনৈতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ধ্বংস করবে, তাকে ইয়াজুজ ও মাজুজ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এবং এদের দুটিই হল পশ্চিমের খৃষ্টান জাতিসমূহের জাগতিক শক্তি এবং তাদের ধর্মীয় দিকটি।

কিন্তু সেই সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয় নবী (সা.)এর মাধ্যমে আমাদেরকে এই সংবাদও দিয়েছেন যে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের ফিতনার প্রাদুর্ভাব ঘটবে, ইসলাম ক্ষীনবল হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে আবির্ভূত করবেন। সেই সময় মুসলমানদের কাছে কোন জাগতিক শক্তি থাকবে না, কিন্তু মসীহ মওউদ -এর জামাত দোয়া এবং তবলীগের মাধ্যমে কাজ করে যাবে। যার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এই ফিতনার অবসান ঘটাবেন।

প্রশ্ন: ২০২০ সালের ২৯ শে নভেম্বর জার্মানীর আতফালুল আহমদীয়ার সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সময় এক তিফল প্রশ্ন করে যে, বর্তমান পরিস্থিতির কারণে অমুসলিমরা মুসলমানদেরকে ভয় পায়। আমরা তাদেরকে কিভাবে আশ্বস্ত করব? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন-

আমরা তো সব সময়ই চেষ্টা করছি, বিগত কয়েক বছর থেকে আমরা এই চেষ্টাই করে আসছি। এর জন্য শান্তি সম্মেলনও করছি। তোমাদেরকেও বলি যে, তোমরা শান্তি সম্মেলন কর। শান্তি সম্মেলনের জন্য পামফ্লেট বিতরণ কর। লোকদের বললে তাদের ভীতি দূর হবে। আমাদের প্রচেষ্টা যত বেশি হবে, তত বেশি মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরী হবে, লোকেরা ইসলামের সম্পকে সঠিক বিষয়টি জানতে পারবে। তাই বেশি বেশি করে মানুষকে এবং বন্ধু-বান্ধবকে বলার চেষ্টা করতে হবে। স্কুলে নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু আছে। তাদেরকে বল যে ইসলামের শিক্ষা কি? ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হল প্রেম। ইসলাম কোন প্রকার যুদ্ধ বা জিহাদের অনুমতি দেয় না, বরং ইসলাম যেখানে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে বা জিহাদের অনুমতি দিয়েছে, যেখানে জিহাদের প্রথম আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে, সেখানে আল্লাহ্ তা"লা কুরআন করীমে বলেছেন, তোমাদেরকে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে এই জন্য যে এরা তোমাদের উপর জুলুম করছে আর যদি এদের জুলুমকে প্রতিহত করা না হয়, তবে কোন গীর্জা, ইহুদীদের কোন সীনাগজ, কোন মন্দির বা মসজিদ অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব, ইসলাম জিহাদের অনুমতি দেওয়ার একমাত্র কারণ হল ধর্মকে সুরক্ষিত করা,একে নিরাপত্তা দেওয়া। ইসলাম কোথাও ধর্ম প্রচারের জন্য জিহাদ বা খুনোখুনি করার অনুমতি দেয় নি। ইসলামের শিক্ষা হল তোমরা যদি দেখ খৃষ্টানদের গীর্জার উপর আক্রমণ হচ্ছে, তবে খৃষ্টানদের সেই গীর্জাকে রক্ষা করা মুসলমানদের কর্তব্য। ইসলামের শিক্ষা হল, যদি ইহুদীদের কোন সিনাগজ-এর উপর কেউ আক্রমণ করে, তবে তোমরা সেই সীনাগজকে গিয়ে রক্ষা কর। ইসলামের শিক্ষা হল হিন্দুদের মন্দিরের উপর যদি কেউ আক্রমণ করে, তবে তাকে গিয়ে রক্ষা কর। অনুরূপভাবে তোমরা নিজেদের মসজিদকে রক্ষা কর। ইসলাম সকলকে রক্ষা করে। তাই মানুষকে এই কথা প্রকাশ্যে বলতে হবে, বন্ধু বান্ধবদের বল যে, কুরআন করীমে একথা লেখা আছে। মানুষকে বল যে, এরা যারা মুসলমান বলে দাবি করে বেড়ায়, যারা জিহাদপন্থী বা চরমপন্থী, তারা ভ্রান্ত শিক্ষার প্রচার করছে, তাদের প্রচারিত শিক্ষা ইসলামের শিক্ষা নয়। যখন তোমরা তাদেরকে বলবে, তখনতারা জানতে পারবে যে, ইসলাম কতটা শান্তি স্থাপনকারী এবং ভালবাসা প্রসারকারী ধর্ম। বুঝেছ?

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সেই ব্যক্তি মো'মেন যার হৃদয়ে ঐশী ভালবাসা উন্মাদনার ন্যায় বদ্ধমূল হয়েছে। সে সিদ্ধান্ত করেছে যে, যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনাতেও খোদার সঙ্গ ত্যাগ করবে না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid and Family, Basanatapur, 24 pgs(s)**

প্রশ্ন: এই ভাচুয়াল অনুষ্ঠানেই আরও এক তিফল প্রশ্ন করে যে, যখন কোন মুসলমান মারা যায়, আমরা ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পাঠ করি। আর যদি কোন অমুসলিম মারা যায়, তবে তার জন্যও কি আমরা এটা পড়তে পারি? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন–

যদি এর জন্য আমাদের দুঃখ হয়, বা তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকে, তবে স্পষ্টতই এভাবে পড়তে হবে 'আমরা সকলে আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যাব। সকলেই তো আল্লাহ্‌র কাছে যাবে। এরপর তাদের সঙ্গে কি আচরণ করা হবে তা আল্লাহ্‌ই উত্তম জানেন। হতে পারে, কেউ অমুসলিম, কিন্তু তার কোন পুণ্যকর্ম আল্লাহর পছন্দ হয়ে গেল আর আল্লাহ্ তা'লাকে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। বা তার সঙ্গে যা আচরণ করার তা তিনি করলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' এ জন্য পাঠ করা হয় যদি কোন ক্ষতি হয় তা যেন পূরণ হয়ে যায়। এই ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া আল্লাহ্‌র কাজ। তাই আমরা পাঠ করি যে, আমরা আল্লাহ্‌র জন্য, অনুরূপভাবে আমরা প্রত্যেক ক্ষতি এবং প্রতিটি বিষয়ে (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যাবর্তন করি। যদি আমাদের কোন বন্ধু বা সহমর্মী, যে আমাদের উপকার করেছে, তার জন্য আমরা এই দোয়া করি, তবে এর অর্থ হবে সেও আল্লাহ্‌র দিকে গিয়েছে আর আমরাও আল্লাহ্‌র দিকে যাব। তার কারণে আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা আল্লাহ্ পূর্ণ করবেন।বস্তুত ইন্না লিল্লাহি পড়ার অর্থ হল আমরা আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আমাদের ক্ষতি যেন পুরণ হয়ে যায়। তার মৃত্যুতে আমরা যতটা মর্মাহত হয়েছি, সেই বেদনা যেন আল্লাহ্ তা'লা দূর করেন। কেননা আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করি। যে কোন ক্ষতি হোক– প্রাণের বা সম্পদের বা অন্য কোনও প্রকারের ক্ষতি হোক। কারো মৃত্যু হওয়া জরুরী নয়,সম্পদের ক্ষতিও হতে পারে। তোমাদের অর্থকড়ি সংক্রান্ত ক্ষতি হলেও ইন্না লিল্লাহি পড়। এই জন্য যে প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্‌র দিকেই আমাদের যেতে হবে।কারো নির্ভরশীল হবে না। তাই ইন্না লিল্লাহ পড়লে কোন অসুবিধে নেই। যাকে তুমি চেন এবং নিকটজনের মধ্য থেকে এবং তুমি তার থেকে উপকারও পাও, এমন ব্যক্তির মৃত্যুতে ইন্না লিল্লাহি পড়লে কোন অসুবিধে নেই। এমনিতেও মুশিরকরা ছাড়া সকলের জন্যই আল্লাহ্‌র কাছে কৃপা প্রার্থনা করা উচিত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিপরীতে অংশীবাদী দাঁড় করায় তার জন্য দোয়া করবেন না। এছাড়া যারা ধর্ম মেনে চলে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কৃপা প্রার্থনাও করা যায়। এতে কোন অসুবিধে নেই।

প্রশ্ন: ২০২০ সালের ২৯ শে নভেম্বর ভার্চুয়াল সাক্ষাতে এক তিফল হুযুর আনোয়ারকে নিবেদন করে যে, আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু আমাদের তকদীর (বিধি-বিধান) লিখে দিয়েছেন, তবে আমাদের দোয়ার প্রয়োজন কি? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: কিছু তকদীর এমন আছে যা অটল আর কিছু তকদীর এমন আছে যে যেগুলি পরিবর্তনশীল। এই কারণে আমরা দোয়া করে থাকি। যেমন মৃত্যু। প্রত্যেকেই মরণশীল। এটা প্রমাণসিদ্ধ বিষয়। কোন মানুষ চিরকাল জীবিত থাকতে পারে না। এটি আল্লাহ্ তা'লার অটল তকদীর। কিন্তু এক ব্যক্তি অসুস্থ হল এবং এমন অবস্থায় পৌঁছে গেল যেখানে চিকিৎসকেরা হাল ছেড়ে দিল, কারণ সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। কিন্তু আমরা দোয়া করি আর সেই দোয়া আল্লাহ্ তা'লা কবুল করে তাকে মৃত্যর মুখ থেকে ফিরিয়ে দেন এবং সে জীবিত ফিরে আসে। এটি আল্লাহ্ তা'লার এমন তকদীর যা দোয়ার মাধ্যমে এড়ানো সম্ভব হয়েছে। অবশেষে সে দীর্ঘ জীবনের পর অর্থাৎ সত্তর, আশি বা নব্বই বছর বয়সের পর বৃদ্ধ বয়সে মারা গেলেও মরতে একদিন হবেই। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন –

একশ বছরও যদি কেউ জীবিত থাকে,তবু তো তাকে একদিন মরতেই হবে। কিন্তু যৌবনে কোন ব্যক্তির যদি মুত্যুর মুখোমুখি হওয়ার অবস্থা দেখা দেয় আর আমরা দোয়া করি। তখন আল্লাহ্ তা'লা সেই তকদীর পরিবর্তন করে দেন এবং তাকে দীর্ঘায়ু করেন। এমন বহু ঘটনা ঘটে থাকে। লোকে আমাকেও দোয়ার জন্য লিখে থাকে। আমি তাদেরকে উত্তর লিখি আর খোদার কৃপায় সেই সব দোয়া কবুলও হয়ে যায়। লোকেরাও নিজেদের দোয়া কবুল হওয়ার ঘটনা লিখে থাকেন। তারাও দোয়া করেছেন আর তাদের জন্য অবধারিত ক্ষতি আল্লাহ্ তা'লা নিবারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার তকদীদের মাধ্যমেই এই সব কাজ হচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি দোয়া না করি, চেষ্টা না করি, তবে তকদীদের পরিণাম যা হওয়ার তাই হবে।এই জন্য আমরা দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লার যে সব তকদীর নিবারণ হওয়া সম্ভব সেগুলি যেন নিবারণ হয় আর সেগুলির উত্তম পরিণাম বের হয়। আল্লাহ্ তা'লা দুটি জিনিস রেখেছেন, একটি উপকারী এবং অপরটি অপকারী। আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মেনে চলি,সেক্ষেত্রে উপকারী তকদীর আমাদের উপকার করবে। অতএব, চেষ্টাও করতে থাকুন আর সেই সঙ্গে দোয়াও করুন। যদি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ না মানেন, তাঁর কথা মত কাজ না করেন, দোয়াও না করেন, তবে সেই তকদীদের নেতিবাচক দিকটি প্রকাশ পাবে। অতএব তকদীর দুটি। একটি হল অটল তকদীর, দ্বিতীয়টি হল পরিবর্তনশীল তকদীর। অটল তকদীর হল আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত যা অবশ্যম্ভাবী। তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শোনেন না আর তকদীর নিবারণ হয় না। আর পরিবর্তনশীল তকদীরের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া এবং মানুষের চেষ্টায় তা পরিবর্তন করেন। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা দোয়া কর, এতে আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্কও বৃদ্ধি পাবে, আমার প্রতি তোমাদের ঈমানও সমৃদ্ধ হবে। এবং এর ফলে ঈমান ও আধ্যাত্মিকতায় আপনাদের উন্নতি ঘটবে। এর ফলে তোমাদের উপকার হবে। বুঝতে পেরেছেন?

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা জন্মের পূর্বেই তাঁর শিশুকন্যার মৃত্যুর বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন রেখে চিঠি লেখেন। হুযুর আনোয়ার উত্তরে লেখেন–

জন্মের পূর্বেই যে শিশুর মৃত্যু হয়েছে তার ছবি বাড়িতে রেখে দেওয়ার অর্থ নিজেকে আরও কষ্ট দেওয়া। আর এমনিতেও শিশু যেহেতু জন্মের পূর্বেই মৃত ছিল, তাই তার ছবিও হয়তো ততটা স্পষ্ট আসবে না এবং অন্যান্য শিশুদের জন্য তা ভীতিপ্রদ হতে পারে। তাই মেয়ের ছবি ঘরে টাঙানো বা কাছে রেখে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

জন্মের পূর্বে মৃত শিশুদের জন্য সচরাচর গোসল দেওয়া হয় না বা তার জানাযাও হয় না। কিন্তু কোন পিতামাতা যদি মানসিক প্রশান্তির জন্য এমনটি করে, তবে এতে অসুবিধে নেই।

যতদূর প্রত্যহ কবরস্তানে যাওয়ার বিষয়টি রয়েছে, সেক্ষেত্রে বলতে হয় যে, আপনি যদি মেয়ের কবরে গিয়ে ধৈর্য ধরতে পারেন এবং প্রতিদিন কবরস্তান যেতে আপনার এবং পরিবারের লোকেদের কোন কষ্ট না হয়, তবে কিছু দিন পর্যন্ত প্রতিদিন কবরস্তানে গিয়ে দোয়া করলে কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু সেখানে গেলে যদি আপনার স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং ধৈর্যহারা হয়ে পড়েন, তবে প্রতিদিন কবরস্তানে না গিয়ে বাড়িতেই দোয়া করুন। আর মনে রাখবেন, এই মেয়ে আসলে আল্লাহ্ তা'লার এক আমানত ছিল, যা আপনার কাছে এতটুকু সময়ের জন্যই গচ্ছিত ছিল। সেই সময় পেরিয়ে যেতেই তিনি নিজের আমানত ফিরিয়ে নিয়েছেন। অতএব, এটিকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি মনে করে আপনাকে ধৈর্য ধারণ করা উচিত।

প্রশ্ন: অ-আহমদী মুসলমানেরা, যাদের মধ্যে আমার পরিবারের লোকেরাও রয়েছে, তারা আপত্তি করে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্বয়ং লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি আমার সমস্ত বই তিনবার অধ্যয়ন করে নি, সে আমার দাবি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তারা প্রশ্ন করে যে, প্রত্যেক আহমদীই কি এই বইগুলি তিনবার করে পড়েছে? এর কি উত্তর দেওয়া উচিত?

হুযুর আনোয়ার লেখেন- 'হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কোথাও একথা লেখেন নি যে, যে ব্যক্তি আমার বই-পুস্তকগুলি তিনবার পড়ে নি, সে আমার দাবিসমূহ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। বরং হুযুর (আ.) একথা বলেছেন যে, ' যে ব্যক্তি খোদার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের কথা মনোযোগ সহকারে শোনে না,তাদের লেখনী মনোযোগসহকারে পড়ে না, তারা অহংকার থেকে অংশ পেয়েছে। অতএব চেষ্টা কর, যাতে অহংকারের লেশমাত্র তোমাদের মাঝে অবশিষ্ট না থাকে যার কারণে তোমরা ধ্বংস হও। এবং যাতে তোমরা সপরিবারে নাজাতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হও। '

(নুযুলুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪০৩)

হুযুর (আ.)এর এই উক্তির অর্থ হল, যাদের মনোযোগ জাগতিক বই-পুস্তক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি নিবদ্ধ থাকে, এবং ধর্মীয় বই-পুস্তক এবং জ্ঞানের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তাদের মধ্যে এক ধরণের অহংকার থাকে। কেননা তারা জাগতিক শিক্ষাকেই যথেষ্ট বলে মনে করে। অথচ মানুষের মুক্তিলাভের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা ভীষণ জরুরী আর তা লাভ হয় ধর্মীয় বই-পুস্তক অধ্যয়ন করলে।

হুযুর (আ.) এক স্থানে তাঁর রচনা হাকীকাতুল ওহী সম্পর্কে লেখেন–

'আমাদের সদস্যদের উচিত হাকীকাতুল ওহী পুস্তকটি আগাগোঁড়া মনোযোগ দিয়ে পড়া, এমনকি এটিকে মুখস্ত করে নেওয়া। এর ফলে কোন মৌলবী তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না, কেননা যাবতীয় জরুরী বিষয় এতে বর্ণিত হয়েছে এবং আপত্তিসমূহের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৩৫)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Badruddin, Neogir hat, (South 24 PGS)

আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কুরআন মজীদের রক্ষক

–মৌলানা মহম্মদ হামীদ কওসার, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, দক্ষিণ ভারত

কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে–

এবং যদি মো'মেনদের দুইদল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাইবে; যদি (মীমাংসার পরে) তাহাদের উভয়রে মধ্য হইতে একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করিয়া আক্রমণ করে তাহা হইলে তোমরা সকলে মিলিয়া যে বিদ্রোহ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে। যদি সে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সহিত মীমাংসা করাইয়া দিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদিগকে ভালবাসেন।

(সূরা হিজরাত: ১০)

অতএব মোটকথা এই যে, কুরআন করীমের সমস্ত শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ, এ নিয়ে কোন প্রকার আপত্তি বা প্রশ্ন হতে পারে না।

জামাত আহমদীয়া মুসলেমার কুরআন সেবা জামাতের পরিচিতি।

সৈয়্যদানা হযরত মুহম্মদ (সা.)–এর মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদের আক্ষরিক ও আর্থিক দিকটির সুরক্ষা এবং তদারকির জন্য খিলাফতে রাশেদার কল্যাণময় ব্যবস্থাপনার সূচনা করেছেন। যখন এই ব্যবস্থাপনাটি আর টিকে থাকল না, তখন আঁ হযরত (সা.)–এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মুজাদ্দিদ বা সংস্কারকের ধারা সূচিত হল।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِي هُرَيرة
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى
رَاْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

অনুবাদ: হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)–এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, 'এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) আসবে, যে ধর্মের সংস্কার করবে।

(আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১২)

কুরআন করীমের আক্ষরিক ও বাহ্যিক দিকটির সুরক্ষা, এবং অর্থগত দিকদির সুরক্ষার জন্য প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে আল্লাহ্ তা'লা মুজাদ্দিদ পাঠিয়েছেন, যারা কুরআন মজীদের সঠিক শিক্ষা পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করে এসেছেন। হুযুর (সা.) এও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহ্ তা'লা এমন এক মুজাদ্দিদকে প্রেরণ করবেন, যিনি এই উম্মতের মসীহ ও মাহদী হবেন। সূরা জুমআর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তিনি হবেন সৈয়্যদানা হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর দ্বিতীয় আবির্ভাবের বিকাশ স্থল। জামাত আহমদীয়া মুসলেমার ধর্মবিশ্বাস অনুসারে সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি আল্লাহ্ তা'লার আদেশে চতুর্দশ হিজরীর ৬ষ্ঠ বছরে ২০ রজব ১৩০৬ তারিখে, মোতাবেক ১৮৮৯ সালের ২৩ শে মার্চ জামাত আহমদীয়া মুসলেমার গোড়া পত্তন করেন। সেই প্রথম দিনটিতে মোট ৪০ জন সদস্য বয়আত করে এই বরকতমণ্ডিত জামাতে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রতিদিন এই সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থেকেছে। আল হামদোলিল্লাহ আজ বিশ্বের ২১২ টি দেশে জামাত আহমদীয়া সুপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিদিন সমস্ত দিক থেকে উন্নতি লাভ করে চলেছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব (আ.) ঐশী নির্দেশে এই ঘোষণা করেন–

'আল্লাহ্ তা'লা اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ এর প্রতিশ্রুতি অনুসারে কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আমাকে প্রেরণ করেছেন।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৩)

" সৃষ্টির উন্মেষলগ্ন থেকে মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত ও বিস্মৃত সত্য এবং সহজাত প্রবৃত্তিসমূহ লুক্কায়িত ছিল, কুরআন শরীফ তা স্মরণ করাতে এসেছিল, যার অপর নাম হল যিকর। আল্লাহ্ তা'লার সেই অটল প্রতিশ্রুতি অনুসারে اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (সূরা হিজর: ১৫) এই যুগেও স্বর্গলোক থেকে একজন শিক্ষক এসেছে, যে وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ (সূরা জুমা: ৬২)–এর সত্যায়নস্থল এবং প্রতিশ্রুত ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিই তোমাদের মাঝে কথা বলছে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬০)

জামাত আহমদীয়া মুসলেমার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর জন্ম ১৪ শওয়াল ১২৫০ হিজরী মোতাবেক ১৮৩৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী এবং মৃত্যু ২৪ রবিউল আওয়াল ১৩২৬ মোতাবেক ১৯০৮ সালের ২৬ শে মে। মৃত্যুর সময় কমরী দিক থেকেও তাঁর বয়স প্রায় ৭৬ বছর ছিল। যেভাবে হযরত মহম্মদ (সা.)–এর মৃত্যুর পর পর খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং হযরত আবু বাকার (রা.) এবং হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান এবং হযরত আলি (রা.) খোলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন, অনুরূপভাবে হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.–এর দ্বিতীয় আবির্ভাবের বিকাশস্থল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)–এর মৃত্যুর পর চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর ২৬ তম বছরে ১৩২৬ ২৫ রবিউল আওয়াল, মোতাবেক ১৯০৮ সালর ২৭ শে মে তারিখে আরও একবার আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত করলেন।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদের সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতে বলেছেন, 'তোমাদের মধে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের সঙ্গে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ..... নিশ্চয় তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন। অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, হযরত ইমাম মাহদী, যিনি উম্মতী নবী হবেন, তাঁর পরে 'সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুয়্যত'– অর্থাৎ নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফতের ধারা সূচিত হবে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)–এর মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে যে খলীফাদেরকে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের নাম এবং খিলাফতকাল নিম্নরূপ:

১) হযরত হাজি আল হারমাইন মৌলানা নুরুদ্দীন সাহেব (রা.) ২৭ শে মে ১৯০৮ থেকে ১৩ ই মার্চ ১৯১৪ (মৃত্যু)।

২) হযরত হাজি আল হারমাইন মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব (রা.) ১৪ই মার্চ ১৯১৪ থেতে ৮ই নভেম্বর ১৯৬৫ পর্যন্ত (মৃত্যু)।

৩) হযরত হাফিয মির্যা নাসে আহমদ সাহেব (রহ.) ৮ ই নভেম্বর ১৯৬৫ থেকে ৮ই জুন ১৯৮২ পর্যন্ত (মৃত্যু)।

৪) হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (রহ.) ১০ই জুন ১৯৮২ থেকে ১৯ শে এপ্রিল ২০০৩ পর্যন্ত (মৃত্যু)।

৫) হযরত সাহেবযাদা মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব ২২ শে এপ্রিল ২০০৩ থেকে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন দান করুন। আমীন।

কুরআন মজীদের সুরক্ষায় জামাত আহমদীয়ার ভূমিকা।

জামাত আহমদীয়া মুসলেমা প্রত্যেক যুগে হযরত মহম্মদ (সা.) এবং কুরআন –এর বিরুদ্ধে ওঠা আপত্তির উত্তর দিয়েছে এবং সর্বদা কুরআন করীমের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে এর সেবা করেছে। এর বিবরণ খুব সংক্ষেপে দেওয়া হল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজের শাসন ছিল। সেই যুগে ইসলামের বিরোধীদের পক্ষ থেকে আঁহযরত (সা.) এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ হওয়া কুরআন করীমকে তুমুল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছিল। সেই সব আপত্তির কারণে অনেক মুসলমান ইসলাম ছেড়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। সেই যুগের অবস্থা দেখে মনে হত ইসলাম হয়তো এখন বেশি দিন এদেশে আর টিকে থাকবে না। সেই যুগের কবিদের কবিতা থেকেও একথা অনুমান করা যায়। প্রখ্যাত উর্দু কবি আলতাফ হোসেন হালি (১৮৩৭–১৯১৪) ১৮৭৯ সালে তাঁর এক ছয় পঙক্তির কবিতায় লেখেন–

'রাহা দ্বীন বাকি না ইসলাম বাকি
ইক ইসলাম কা রহ গায়া নাম বাকি।'

অর্থ: ধর্ম কিম্বা ইসলাম কিছুই অবশিষ্ট থাকল না, ইসলামের কেবল নামটুকুই অবশিষ্ট রয়েছে।'

ইসলামের উপর বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের এই ধারা অব্যাহত ছিল। ঠিক সেই সময় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সেই সব আপত্তির খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে (১৮৮০–১৮৮৪) তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক 'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদেরকে তিনি সম্বোধন করে বলেন,' আমি কুরআন করীমের সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ যুক্তি–প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেছি, কেউ যদি তার ইলহামী গ্রন্থ থেকে এর অর্ধেক বা এক–তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশও বের করে লিখতে পারে বা আমার পুস্তকে লিপিবদ্ধ যুক্তি–প্রমাণগুলি একে একে খণ্ডন করে দেয়, তবে এমন ব্যক্তির হাতে আমি তৎক্ষণাৎ আমার দশ হাজার রূপি সম্বলিত সম্পত্তি তুলে দিব। এই বিষয়টি সিন্ধান্ত করবেন তিনজন বিচারক এবং তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।' হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর পক্ষ থেকে এটিই ছিল প্রথম প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ। এরপর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি কুরআন মজীদের উপর হওয়া আপত্তিসমূহকে খণ্ডন করে গেছেন এবং আধ্যাত্মিক ও আক্ষরিক অর্থের সুরক্ষার জন্য সংগ্রামে ব্রতী হয়েছেন।

তাঁর মৃত্যুর পর প্রত্যেক যুগে তাঁর উত্তরাধিকারী তথা খলীফাগণ কুরআন মজীদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে এর প্রসার ও প্রচারের মাধ্যমে এর আধ্যাত্মিক ও আক্ষরিক অর্থ সুরক্ষিত রাখার কর্তব্য পালন করে এসেছেন। বর্তমানে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এই কর্তব্য পালন করে চলেছেন।

(ক্রমশ.....)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا

অনুবাদ: প্রত্যেক সেই ঋণ যা থেকে লাভ নেওয়া হয়, সেটি এক প্রকার সুদ।" (সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 10 Feb, 2022 Issue No. 6

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হুযুর আনোয়ার (আই.) হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর নিউজিল্যাণ্ড সফর (সেপ্টেম্বর, ২০১৩)

মাওরী বাদশাহর পক্ষ থেকে হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর সম্মানে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান।

নিউজিল্যাণ্ডের আদিমতম অধিবাসী মাওরী জাতির লোকেরা খৃষ্টাব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় ওসেনিয়ার পূর্বভাগে অবস্থিত পলিনেসিয়া থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এই দ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করে এবং তারা এই দ্বীপটির নাম রাখে আওতেআরাও যা অধুনা নিউজিল্যাণ্ড নামে পরিচিত। মাওরিরা জাতি হিসেবে একত্রে বসবাস করত না, বরং ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে ছিল। তারা নিউজিল্যাণ্ডে নতুন প্রজাতির গাছপালাও লাগায় যা তাদের পিতৃভূমি থেকে তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, রীতি–নীতি এবং ভাষা রয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়রা যখন এদেশের বুকে পৌঁছল এবং দখল নিতে চাইল, তখন মাওরি গোষ্ঠীগুলি কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। মাওরি জাতি ভীষণ যোদ্ধা এবং বুদ্ধিমান ছিল। যখন বিট্রিশ সেনা উপলব্ধি করল যে, মাওরিদের পরাজিত করা ভীষণ কঠিন কাজ, তখন তারা ১৮৪০ সালে মাওরি জাতির সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি করল যা Treaty of Waitangi নামে পরিচিত।

মাওরিরা যখন দেখল যে ব্রিটেনের মানুষ ক্রমশ তাদের দেশ দখল করে নিচ্ছে, তখন তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করল। ১৮৫০ সালে মাওরিরা বিট্রেনের রানীর মত তাদের নিজস্ব বাদশাহ বানাতে মনস্থির করল এবং দক্ষিণের দ্বীপের মধ্যভাগে বসবাসকারী মাওরী গোষ্ঠীগুলি Putatau Te Wherowhero নামে এক গোষ্ঠীপতিকে নিজেদের বাদশাহ নিযুক্ত করল।

বর্তমান সম্রাট Tuhetia Paki ২০০৬ সালে সপ্তম সম্রাট হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি Ngaruawahia নামে এক মফস্বলে বাস করেন যা অকল্যাণ্ড থেকে প্রায় একশ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। মাওরীদের কমিউনিটি সেন্টার 'মারায়ে' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস এবং এটিকে এক পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য করা হয়।

মাওরী সংস্কৃতিতে অতিথিদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের এক বিশেষ রীতি প্রচলিত রয়েছে। এর জন্য 'মারায়ে'–তে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুরূপভাবে অভ্যর্থনার পর অতিথিকে সেই 'মারায়ে' এবং গোষ্ঠীর অংশ বলে ধরা হয়। যখন হুযুর আনোয়ারের নিউজিল্যাণ্ড সফরের কর্মসূচি তৈরী হল, তখন মাওরি বাদশহার মারায়ে কাউন্সিল বাদশাহর পক্ষ থেকে হুযুর আনোয়ার ও জামাতের প্রতিনিধি দলকে মারায়ে আসার আমন্ত্রণ জানায়। বাদশহার অনুমতিক্রমে সংবাদ দেওয়া হয় যে, 'হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর জন্য এমন অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যা মাওরী ঐতিহ্য অনুসারে কোন রাষ্ট্রপ্রধান বা বড় কোন গোষ্ঠীর বাদশাহর জন্য বিশেষভাবে করা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মাওরী সেন্টার মারায়েতে মাওরী পতাকার পাশাপাশি আহমদীয়াতের পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

বেলা সাড়ে এগারোটার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) মাওরী সেন্টারে পৌঁছন যেখানে তাঁকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হয়। হুযুর আনোয়ারের গাড়ি দরজায় দাঁড়াতেই বাদশাহর বিশেষ প্রধান তথা বাদশাহর পুত্র হুযুরকে ভিতরে আসার আমন্ত্রণ জানান। গেটের মধ্যে প্রবেশ করতেই মাওরী প্রথা অনুযায়ী তিনজন যোদ্ধা তাদের পরাম্পরাগত অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসে এবং সেনাসুলভ ভঙ্গিতে এই সতর্কবার্তা পাঠায় যে আপনারা শান্তির জন্য এসেছেন, না কি যুদ্ধের জন্য? তিনজন যোদ্ধা যখন আশ্বস্ত হল যে এরা শান্তির জন্য এসেছে, তখন একজন যোদ্ধা কাষ্ঠনির্মিত একটি ধারালো ছুরি সদৃশ অস্ত্রকে প্রতীক হিসেবে হুযুর আনোয়ারের সামনে রেখে দেয়, যার প্রতীকি অর্থ এই যে, তোমরা যেহেতু শান্তির জন্য এসেছ তাই আমরা অস্ত্র সমর্পণ করলাম। এই অস্ত্রটিকে ডান হাতে তুলে নেওয়ার অর্থ হল আমরা শান্তি ও বন্ধুত্বের জন্য এসেছি। এরপর নিউজিল্যাণ্ডের সদর সাহেব কাঠের সেই টুকরোটি ডান হাতে তুলে নেওয়ার পর হুযুর আনোয়ারের ডান হাতে ধরিয়ে দেন। এরপর হুযুর আনোয়ারকে রাজকীয় সম্মানে মারায়েতে নিয়ে যাওয়া হয়। হুযুরের আগমণ উপলক্ষ্যে মাওরী কচিকাচারা দল বেঁধে মাওরী ভাষায় আগমণী সংগীত গাইছিল আর এর দ্বারা তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছিল।

যদিও মাওরী বাদশাহ সাধারণত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন না, তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে অন্যান্য কর্মকতারা অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু আজ হুযুরের অভ্যর্থনার জন্য অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বাদশাহ তাঁর রানীকে সঙ্গে নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া হযরত বেগম সাহেবা মাদ্দা জাল্লাহুল আলা–কে সেই স্থানে বসানো হয় যেটিকে সব থেকে পবিত্র বলে মনে করা হয় এবং যেখানে বসে বাদশাহ এই ধরণের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন।

এরপর মাওরী নেতারা একে একে নিজেদের ভাষণ উপস্থাপন করেন। তাঁরা নিজেদের ভাষণে মারায়েতে হুযুরের আগমণ নিয়ে নিজেদের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করছিলেন এবং হুযুরকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছিলেন। একজন বক্তা বলেন, 'আজ সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ্‌র আগমণের কারণে আমাদের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁর আগমণ আমাদের সম্মানের কারণ। এর দ্বারা আমাদের মাঝে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। প্রত্যেকটি বক্তব্যের পর কিছু লোক উঠে দাঁড়িয়ে তাদের প্রথাগত অভ্যর্থনা সঙ্গীত গাইছিল। জামাতের পক্ষ থেকে মাননীয় শাকিল আহমদ মুনীর সাহেব (যিনি মাওরী ভাষায় কুরআন করীম অনুবাদ করেছেন) বক্তব্য রাখেন এবং জামাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার পর কুরআনের মাওরী অনুবাদের কথা উল্লেখ করেন। এরপর জামাতের পক্ষ থেকে একটি নযম পরিবেশিত হয় – 'হ্যায় দাস্ত কিবলা নুমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ॥ '

এরপর মাওরী প্রোটোকল অনুযায়ী বাদশাহ এগিয়ে এসে হুযুরের সঙ্গে করমর্দন করেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য মাওরী বরিষ্ঠ নেতারা একে একে জামাতের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করেন এবং নিজেদের বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা ব্যক্ত করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার এবং দলের অন্যান্য সদস্যদেরকে মারায়ের সেই সভাকক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে মূল্যবান ও দুর্লভ বস্তুসমূহ সংরক্ষিত আছে এবং মাওরী বাদশাহদের চিত্র সাজানো আছে। এখানেও কেবল বিশেষ বিশেষ অতিথিদেরকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। এই হলঘরেই জলখাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মাওরী রাজা হুযুর আনোয়ারের পাশেই বসে ছিলেন এবং হুযুরের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

এরপর বাদশাহ হুযুর আনোয়ারকে বিভিন্ন প্রাচীন ও দুর্লভ বস্তু দেখান, যেগুলির মধ্যে বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রও ছিল এবং অন্যান্য এমন সব বস্তু ছিল যেগুলি বছরের পর বছর ধরে এই গোষ্ঠীগুলির উত্তরাধিকার হিসেবে চলে আসছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার মাওরী বাদশাকে কুরআন করীমের অনুবাদ এবং ক্রিস্টালের তৈরী মিনারাতুল মসীহ উপহার দেন।

মাওরী বাদশাহও হুযুর আনোয়ারকে একটি উপহার দেন।

হুযুর আনোয়ার এরপর নিজের ভাষণ উপস্থাপন করেন।

তাসমিয়া পাঠের হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি মাওরী বাদশাহকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, যিনি আজ তাঁর প্রথা অনুযায়ী আমাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এমন উচ্চমানের অভ্যর্থনা আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি।

তিনি বলেন, কুরআন করীমের যে মাওরী অনুবাদ আপনাকে দেওয়া হয়েছে, এটি আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে শেষ (ঐশী) গ্রন্থ যা পরিপূর্ণ ঐশীবিধান সম্বলিত। এটি আঁ হযরত (সা.)এর উপর শেষ পরিপূর্ণ শরিয়ত হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরা কিভাবে প্রভু প্রতিপালককে চিনব, কিভাবে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করব, একজন মানুষ কিভাবে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে এবং তার অধিকার প্রদান করবে সে সম্পর্কে এই কুরআন পথনির্দেশনা প্রদান করে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আজ পৃথিবীর প্রয়োজন শান্তি, সৌহার্দ্য, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সহিষ্ণুতার। আর কুরআন করীম এই শান্তি, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব এবং সহিষ্ণুতার শিক্ষাই প্রদান করে। শুধু বার্তাই দেয় না,বরং পথনির্দেশনাও প্রদান করে যে কোন নীতি অনুসরণ করে আমাদের সমাজকে আমরা শান্তিপূর্ণ সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা আহমদীরা বিশ্বাস করি যে, যে মসীহর পৃথিবীতে পুনরআগমণের কথা ছিল, তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ রূপে কাদিয়ানে এসে গিয়েছেন এবং তিনি হলেন জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা। ইসলামের যে শিক্ষা ভুলে যাওয়া হয়েছিল, তিনি তা পুনরুজ্জীবিত করতে এসেছেন। তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেছেন। আজ আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ করছি যাতে পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতির কাছে নিজের ভাষায় কুরআন পৌঁছে যায় এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে তারা অবগত হয়।

সব শেষে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি দোয়া করি আমাদের মাঝে আজ যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হল তা চিরকাল বজায় থাকে। আমি আরও একবার রাণী এবং আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। (ক্রমশ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir